ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-216 ■ 17 May, 2025 ■ আগরতলা ১৭ মে, ২০২৫ ইং ■ ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লিতে মাল্টি এজেন্সি সেন্টারের উদ্বোধন করে

অপারেশন সিন্দুর তিন বাহিনীর নির্ভুল হামলার সক্ষমতার অনন্য প্রতীক ঃ শাহ

নয়াদিল্লী, ১৬ মে।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ আজ নতুনদিল্লির নর্থ ব্লকে মাল্টি এজেন্সি সেন্টার (এমএসি) এর উদ্বোধন করেছেন। এ উপলক্ষে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, সিন্দুর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছার, গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঠিক তথ্য এবং আমাদের তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর অদম্য প্রতিক্রিয়া সক্ষমতার একটি অনন্য প্রতীক। তিনি বলেন, ভারত তার তিনটি সশস্ত্র বাহিনী, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী এবং সমস্ত নিরাপত্তা সংস্থার জন্যে গর্বিত।

ছত্তিশগড়-তেলেঙ্গানা সীমান্তের কর্রেগোট্টালু পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএ) কর্তৃক সম্প্রতি পরিচালিত ঐতিহাসিক নকশালবিরোধী অপারেশনগুলো সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নকশালীদের বিরুদ্ধে এসব ঐতিহাসিক অপারেশন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে চমৎকার সমন্বয়কে তুলে ধরেছে। শ্রী শাহ বলেন, অপারেশন সিন্দুরের সময়ও একই রকম সমন্বয় দেখা গেছে, যা প্রমান করেছে যে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা এবং তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে কাজ করার প্রক্রিয়া এবং চিন্তাভাবনাযর মধ্যে খুব ভাল সমন্বয় রয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, নতুন এমএসি একটি সমন্বিত এবং সহজ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে, যা সকল সংস্থার প্রচেষ্টাকে একত্রিত করে আজকের পরিবেশে মুখোমুখি হওয়া জটিল ও আন্তঃসংযোজিত জাতীয় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধানে সাহায্য করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই নতুন নেটওয়ার্ক দেশের সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা, সংগঠিত অপরাধ এবং সাইবার আক্রমণের মতো গুরুতর হুমকি মোকাবিলার প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবে।

অমিত শাহ নতুন এমএসি নেটওয়ার্ক এর প্রশংসা করেছেন এবং রেকর্ড সময়ের মধ্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সম্পর্কিত কাজগুলির সফল সমাপ্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এটি ভবিষ্যতবাণী সক্ষমতা যেমন এম্বেডেড এআই / এম এল প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা এমএসি এবং জিআইএস পরিষেবাগুলির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে নর্থইস্ট বিকাশের ক্ষেত্রে পাল্লা দিয়ে এগুচ্ছে ঃ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বিকাশের ক্ষেত্রে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজ সকালে বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. এল., মুরুগণ একথা বলেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সড়ক, রেল, বিমান পরিষেবার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ ৭টি রাজ্য সফর করছেন। সফরকালে তারা প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ পর্যালোচনা করছেন। কোনও জায়গায় সমস্যা থাকলে তা দূরীকরণের চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নয়ন কাজে সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে।

ড. মুরুগণ বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরার একটি সরকারি স্কুলের ছাত্র সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষায় এবছর রাজ্যের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে, যা গোটা জেলার জন্য গর্বের। তিনি বলেন, এক জেলা, এক প্রকল্প কর্মসূচিতে দক্ষিণ জেলার গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে কাজু বাদাম চাষের একটি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বাঁশ, রাবার ও চা শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রোজগার বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। কিষাণ সম্মাননিধি, ফসল বীমা যোজনা, কিষাণ হেলথ কার্ড, ইত্যাদি প্রকল্প কৃষকদের দিশা দেখাচ্ছে। স্বসহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে মহিলাদের স্বশক্তিকরণে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যার ফলে সমগ্র দেশেই লাখপতি দিদি তৈরি হচ্ছেন এবং তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৯৭ শতাংশ ঘর তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামীতে এই প্রকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘর তৈরির অনুমোদন পাওয়া যাবে। দক্ষিণ জেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয়জল, কৃষি, সেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হওয়ায় তিনি রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে সকলকে কাজ করতে হবে। সাংবাদিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের অগ্রগতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংসদ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সরকারির বাসভবনে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাজ্যের অগ্রগতির জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের নতুন সচিব হলেন ভাল্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ইণ্ডিয়ান টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস-এর বরিষ্ঠ আধিকারিক সতিন্দর কুমার ভাল্লা উত্তর-পূর্বা'ল পর্ষদের (এনইসি) নতুন সচিব নিযুক্ত হয়েছেন। এনইসি-র নতুন সচিব হিসেবে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ১ এপ্রিল থেকে। উত্তর পূর্বা'লের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় এজেন্সী হিসেবে এনইসি-র যে লক্ষ্য রয়েছে তিনি সেই লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে এনইসি সূত্রে জানানো হয়েছে।

সাম্পতিককালে ত্রিপুরাতে এনইসি-র যে সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনপুই থেকে দামছড়া পর্যন্ত ৪৪-ক জাতীয় সড়কের উন্নতি। এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৮৪.৭৯ কোটি টাকা। এবছর মার্চ মাসে এই কাজ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ণের ফলে ৯টি গ্রামের ২,৬৮,৬১১ জন লোক সরাসরি উপক'ত হয়েছেন। অন্যদিকে গণ্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি সড়কের ৮ কিমি অংশেরও উন্নতিকরণ হয়েছে। এই প্রকল্পে ম'রির পরিমাণ ছিল ২১.৮২ কোটি টাকা।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নতিকল্পে আরও একটি নতুন প্রকল্প হচ্ছে এনই স্পার্কস বা নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস প্রোগ্রাম ফর অ্যাওয়ারনেস, রিচ এণ্ড নলেজ অন স্পেস। এই অভিনব প্রকল্পে উত্তর পূর্বা'লের ৮০০ জন (প্রতিটি রাজ্য থেকে ১০০ জন করে) বি'ান নিয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীকে ব্যাঙ্গালুর'র ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনে (ইসরো) পরিদর্শন করার সুযোগ করে দেওয়া হয়, যাতে তাদের মনে মহাকাশ বি'ান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কৌতুহল জাগানো ও সচেতন করা যায়। এখন পর্যন্ত ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এই সুযোগ পেয়েছে। এই প্রকল্পটি হচ্ছে ডোনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্টরা কখনো রাষ্ট্রবাদী নয় তাঁরা দেশকে ভালবাসে না ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। কমিউনিস্টরা কখনো রাষ্ট্রবাদী না, তারা দেশকে ভালবাসে না। তারা পাকিস্তান প্রেমী, তারা চিন প্রেমী। আজ এমনটাই বললেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। শুক্রবার মোহনপুর মহকুমাধীন পূর্ব নোয়াগাঁও এলাকায় মাইক্রো ওয়াটার শেড প্রকল্পের সুবিধাভোগী হরিচরণ দেব্বর্মার ১ হেক্টর জমিতে রাবার গাছ লাগানোর সূচনা করলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এই রাবার গাছ রোপণ কর্মসূচিতে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ,তিনগুণ বৃদ্ধি করাই হলো সরকারের মূল লক্ষ্য ।এই সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গ সিপিআইএমের সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীরের পহেলগ্রামে ২৬জন পর্যটকদের নির্মমভাবে খুন করে পাকিস্তান আশ্রিত সন্ত্রাসবাদীরা। এর প্রতিবাদে ভারতের অপারেশন সিঁদুর নিয়ে দেশের বিরোধিতা, ও ভারতের ৩ বাহিনীর বিরোধিতার কার্যকলাপ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, কমিউনিস্টরা কখনো রাষ্ট্রবাদী না, তারা দেশকে ভালোবাসে না,তারা পাকিস্তান প্রেমী,তারা চিন প্রেমী। এই সিপিআইএম ভারতের উপর চীনের আক্রমণের সময়েও দেশের বিরোধিতা করেছে তারা দাবি করেছিলেন চিন ভারতের উপর আক্রমণ করেনি ভারত চীনকে আক্রমণ করেছিল, এমনটাই অভিযোগ করেন মন্ত্রী।

এদিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এস.এল.এন এর সি.ই.ও শরদিন্দু দাস, হেজামারা কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক, সিধাই থানার পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

ভারত এখনও বিশ্বের দ্রুততম বিকাশমান বৃহৎ অর্থনীতি ঃ জাতিসংঘ

নয়াদিল্লি, ১৬ মে ।। জাতিসংঘের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম গতিতে বিকাশমান বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে রয়ে গেছে। জাতিসংঘের বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা-এর অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝেও ভারতের অর্থনীতি চলতি আর্থিক বছরে ৬.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ইংগো পিটারলে জানিয়েছেন, এই বৃদ্ধির পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি হল বেসরকারি খাতের ভোক্তা ব্যয় ও সরকারি বিনিয়োগ। প্রতিবেদনটি আরও পূর্বাভাস দিয়েছে যে, আগামী বছরে ভারতের অর্থনীতি ৬.৪ শতাংশ হারে বাড়বে। তুলনামূলকভাবে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রান্সফর্মারে গাঁজা তদন্তে নামল দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। আগরতলা থেকে গুয়াহাটিতে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে নেশাকারবারিরা ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করেছিলেন। আজ উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের জন্য আগরতলা থেকে এক প্রতিনিধি দল ছুটে গিয়েছে চুরাইবাড়ি থানায়। তাঁরা সরজমিনে ট্রান্সফরমার গুলি দেখে ও বিভিন্ন পরীক্ষা করেন।

প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহের গত ১২ মে সোমবার দুপুরে ত্রিপুরা থেকে গুয়াহাটি পাচারের পথে ট্রান্সফর্মারের ভেতর থেকে ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে আটক হয়েছিল চার কোটি টাকার শুকনো গাঁজা। এতে ইউপি৫৮এটি/১১২৮ নম্বরের একটি লরিতে থাকা দশটি ট্রান্সফর্মারের ভেতর থেকে ৯৬ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ার জেরে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। অবৈধ সম্পর্কের জেরে এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযুক্তের নাম নয়ন রঞ্জন সাহা , বাড়ি মেলাঘর এলাকায়। অভিযোগ পরস্ত্রীর সাথে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ওই যুবক। আজ দেখা করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আজ ধর্মনগর থানার পুলিশ এক সফল মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ২২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে দুইজনকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দিঘলবাগ থেকে দুর্গাপুর যাওয়ার রাস্তার ধারে আগে থেকেই ওঁত পেতে ছিল পুলিশের একটি দল। গোপন সূত্রে জানা যায়, ওই পথে ব্রাউন সুগারের আদান-প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। সেই তথ্য অনুযায়ী, আজ বিকেল চারটা নাগাদ দুই যুবক স্কুটিতে করে ঘটনাস্থলে এলে পুলিশ তাদের আটক করে তল্লাশি চালায়।

তল্লাশির সময় দুইটি সাবানের কেসের ভিতর থেকে প্রায় ২২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদক দ্রব্য ঘটনাস্থলেই পরীক্ষা ও ওজন করা হয়। আটককৃত দুই যুবকের নাম যহন শুক্ল বৈদ্য ও রাজদীপ চাষা, দু'জনেই ধর্মনগরের আলগাপুর এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর থানার ওসি স্মৃতি কান্ত বর্ধন সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

ধর্মনগর সহ উত্তর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে ব্রাউন সুগারের অবৈধ ব্যবসা। বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই মাদকের প্রভাব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিজিটাইজেশনের দিকে এগুচ্ছে রাজ্য ঃ মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ডিজিটাল প্রশাসনকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে আজ প্রজ্ঞাভবনে "সুশাসনের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও প্রভাব বৃদ্ধি" শীর্ষক এক সচেতনতামূলক-কাম-দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন জাতীয় ই-গভর্নেন্স বিভাগের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালায় মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং অধিকর্তা জেয়া রাগুল গেশন বি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ.আই.) প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়বদ্ধতাকে শক্তিশালী করতে পারে, সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনতে পারে এবং পরিষেবা প্রদানের সামগ্রিক গুণমানকে উন্নত করতে পারে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

এরমধ্যে রয়েছে ই-অফিস, ই-ক্যাবিনেট এবং বেনিফিসিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বি.এম.এস.)। এই উদ্যোগগুলি প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সহজতর করার পাশাপাশি প্রশাসনের স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করেছে, যা ডিজিটাল ত্রিপুরা এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

মুখ্যসচিব জন প্রশাসনকে আরও উন্নত এবং আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তিগুলি গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ.আই) এখন আর ভবিষ্যতের কোনও ধারণা নয়, বরং বর্তমান সময়ে তা তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দ্রুত পরিষেবা প্রদান এবং পরিচালনগত দক্ষতার এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। জনগণকে দ্রুত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ.আই ভিত্তিক উদ্ভাবনী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মশালার টেকনিক্যাল সেশনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংয়ের ভিত্তি, উন্নত প্রশাসনের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, বুদ্ধিদীপ্ত জন প্রশাসনের জন্য এ.আই. টুলস, শক্তিশালী এ.আই পরিকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জাতীয় ই-গভর্নেন্স বিভাগের এবং ইন্ডিয়া এ.আই মিশনের বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অর্থ সংকটে মেয়েকে কলেজে পড়ানোর স্বপ্ন অধরা দিব্যাঙ্গ পিতার, সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। অর্থ সংকটে মেয়েকে কলেজ পড়ানোর স্বপ্ন অধরা এক বিকলাঙ্গ পিতার। মেয়েকে কলেজে পড়াবে। মেয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পিতা-মাতার পাশে দাঁড়াবে স্বপ্ন দেখছে এক বিকলাঙ্গ পিতা। এই বছর সিবিএসই বোর্ডে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি চড়িলাম বিদ্যাজ্যোতি স্কুল থেকে দ্বাদশ ফাইনালে ৩৫০ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে মেধাবী ছাত্রী মুক্তা দেবনাথ। তার পিতা ভব রঞ্জন দেবনাথ। মা রিঙ্কু দেবনাথ। তাদের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম ৪ নং কলোনি এলাকায়।

তবে অত্যন্ত গরিব পরিবার তাদের। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় পরিবারটির। তার পিতা ভবরঞ্জন দেবনাথ বিকলাঙ্গ। তার একটি পা নেই। ২০০৬ সালে যান দুর্ঘটনায় তার একটি পা চলে যায়। এরপরেও জীবনযুদ্ধে হার মানেনি ভবরঞ্জন দেবনাথ। উনার চোখে মুখে স্বপ্ন মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করবে। চড়িলাম পুরান বাজারে একটি ছোট্ট দোকান ভাড়া নিয়ে সেলাইয়ের কাজ করেন তিনি। অনেক কষ্ট করে এক পা দিয়ে সেলাইয়ের মেশিন চালিয়ে কোনো রকমে টুকিটাকি কাজ করেন। তা দিয়েই চলে সংসার।

স্ত্রী রিঙ্কু দেবনাথ বিকলাঙ্গ স্বামীকে সাহায্য করার জন্য এবং মেয়েকে লেখাপড়া করানোর জন্য নেমে পড়ে বিড়ি বাঁধার কাজে। এভাবেই চলছে তাদের জীবন সংগ্রাম। স্বামী এক পা দিয়ে সেলাইয়ের মেশিন চালায় স্ত্রী বিড়ি বাঁধার কাজ করে। সংসারে অভাব নিত্য সঙ্গী। ছোটবেলা থেকেই অভাবের মধ্যে বড় হয়েছে তাদের একমাত্র সন্তান মুক্তা দেবনাথ। সে অত্যন্ত মেধাবী পরিশ্রমী। সে জানে তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা। তাই মুক্তা মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করছে। উচ্চমাধ্যমিকে এবার ভালো ফল করেছে সে। ভূগোল বিষয় নিয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষ করে শিক্ষিকা হয়ে বাবা মায়ের পাশে দাঁড়াতে চায়। ভূগোলে সে ৮৪ নম্বর পেয়েছে। তার প্রিয় বিষয় ভূগোল ।কিন্তু তার উচ্চশিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক সংকট।

শুক্রবার সকালে নিজ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েকে কলেজ পড়ানোর জন্য সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান মেধাবী ছাত্রী মুক্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,১৭ মে, ২০২৫ইং
২ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নেশার কবলে যুবসমাজ

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্লোগান যেন স্লোগান সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবে নেশার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে গোটা যুবসমাজ। গৃহবধূরাও খাবডুবু খাইতেছে নেশার কবলে। স্কুল কলেজ পরওয়ারা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। গন্ধহীন ও সেরা পথে নেশা গ্রহণ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

একাধিক সচেতনতা শিবির এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় একের পর এক এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির উপর ক্যাম্প করা হইলেও মরণব্যাধি এইডস দ্রুত ছড়াইতেছে দ্রুতগতিতে। কাঞ্চনপুর,আনন্দবাজা,থুমসরাইপাড়া এলাকার অবস্থা দিন দিন মারাত্মক হইতে। এইডসে আক্রান্তে উত্তর জেলার মধ্যে শীর্ষে দামছড়া। শিরাপথে মাদক নেওয়ার ফলে দ্রুতগতিতে ছড়াইছে এইডস সংক্রমণের রোগী। জনজাতি বাঙ্গালী বহু যুবতি গৃহবধূ শিরাপথে মাদক গ্রহন করায় তাহারা এইডসে আক্রান্ত হইতেছে। তাহাদের একটা ছোট অংশ যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় অনেক যুবকের শরীরে এইডস পাওয়া যাইতেছে। যাহা উদ্বেগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাহাড়ি জনপদে ব্যাপক বৃদ্ধি পাইয়াছে মরণব্যাধি এইডসের সংক্রমণ। গ্রাম পাহাড় সমতল সর্বত্র যুবতী কিশোরী এবং গৃহবধূ মহিলাদের শিরাপথে মাদক গ্রহন করিবার প্রবনতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। উত্তরের দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং জম্পুই হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এইডসপ্রতিরোধে ওএসটি সেন্টার খোলা হইয়াছে। কিন্তু ওএসটি গুলি মাদক সেবনকারী বা শিরাপথে মাদক নেওয়া নেশা গ্রস্থ যুবক যুবতী গৃহবধূদের যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। বর্তমানে শিরাপথে মাদক গ্রহনকারী যুবক যুবতীদের সংখ্যা প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এইডসের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা এইডস দপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করিলেও এর প্রতিরোধে তেমন জুৎসই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়িতেছে না। রাজ্য জুড়িয়া এইডস প্রতিরোধে রোডম্যাপ এখনো তৈরি হয় নাই।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িবার কারন শিরাপথে যুবক যুবতীরা প্রতিনিয়ত মাদক গ্রহন করায়।একদিকে শিরাপথে মাদক গ্রহন এবং গন্ধহীন গুড়ো নেশা সামগ্রী কিভাবে গোটা রাজ্যে শিক্ষিত প্রজন্মকে ধংস করিতেছে তাহা উত্তর জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মাদক ব্যবহারকারী যুবক যুবতীদের বায়োডাটা দেখিলেই প্রমাণিত। এলাকার মাদক ব্যবহারকারীরা অনেকেই এম এ, এগ্রি বি এস সি এবং কলেজের পাঠ অর্ধসমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় বন্ধুদের সাথে প্রথমবার একদিন শখ করিয়া ড্রাগস নিয়াছিল। পুজো পার্বন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদের প্রচলন থাকায় তাহাদের একটু আকটু মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল । কিন্তু ড্রাগস থেকে তাহারা দূরে ছিলো। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়িয়া প্রথমবার ড্রাগস নেওয়ার পর তাহাদের নাকি মনে হইয়াছিল এই নেশায় তৃপ্তি আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু ছাড়িয়া ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা। ক্রমশ নেশার চাহিদায় বর্তমানে শিরা পথে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নিতেছে তাহারা ।এই নেশার কবলে পড়িয়া বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে একদিকে ড্রাগসের নেশা ,অন্যদিকে তাহাদের খরচ মিটাইতে মাদক সেবনকারিদের গোটা পরিবার সর্বশান্ত হইয়া পড়িতেছে । তাহাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে টানিয়া আনিবার কোন রোডম্যাপ তৈরি করিতে পারিতেছে না রাজ্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য এইডস

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ড. অজয় কুমার

নয়াদিল্লি, ১৫ মে:প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব ড. অজয় কুমার আজ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) রাজ শুক্লা তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

ড. অজয় কুমার আইআইটি কানপুর থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি.টেক, আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্সে এম.এস. এবং কার্লসন স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১৯ সালে তাঁকে এমিটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টর অফ ফিলোসফি উপাধিতে ভূষিত করে।

কেরালা ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের আইএএস অফিসার ড. অজয় কুমার দীর্ঘ ৩৫ বছরের বর্ণময় প্রশাসনিক জীবনে কেরালা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজ্যে তিনি ছিলেন ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। কেন্দ্রে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের পরিচালক, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব, ন্যাশনাল ইনফরমেটিকস সেন্টারের ডিজি, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদন বিভাগের সচিব হিসেবে। সর্বশেষে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন।

ড. কুমার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর উদ্যোগে চালু হয়েছে 'জীবন প্রমাণ' (পেনশনভোগীদের জন্য ডিজিটাল জীবন প্রত্যয়ন), মাইগভ, প্রগতি (প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স মঞ্চ), বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা, এইমসে অনলাইন ওপিডি রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, এবং সরকারি ব্যবহারের জন্য 'ক্লাউড ফার্স' নীতি।

ড. কুমারের নাম রয়েছে একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে। তিনি 'সিলভার এলিফ্যান্ট' পদক (১৯৯৪), "ইলেকট্রনিক্স লিডার অফ দ্য ইয়ার" (২০১২), "টেকনোভেশন সারাভাই অ্যাওয়ার্ড" (২০১৫) এবং "চ্যাম্পিয়ন অফ চেঞ্জ" (২০১৭)-এর মতো বহু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

ড. অজয় কুমারের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগে দেশের উচ্চমানের নাগরিক প্রশাসন এবং ভবিষ্যৎ সিভিল সার্ভিস নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নতুন গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে কেন আসছে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা ?

ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে ১০ই মে যে যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পরেই ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তাতে পরাজিত হয়ে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ভারতে।

বিষয়টি প্রথম সামনে আনেন কংগ্রেস, কংগ্রেসের সমর্থক এবং সামাজিক মাধ্যমের একাংশ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হেরে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীর সামনে ঢাকায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর লেফটেনান্ট জেনারেল এএকে নিয়াজী। এখন কেন পাকিস্তানকে আত্মসমর্পণ না করিয়ে যুদ্ধবিরতি মেনে নিল নরেন্দ্র মোদীর সরকার, সেই প্রশ্ন কংগ্রেসের তরফে সরাসরি তোলা হয় নি, তবে প্রসঙ্গটা নানা টিভি চ্যানেলের ''টক শো''তে অনেকেই তুলেছেন। কংগ্রেস প্রচার করছে যে ৭১-এর যুদ্ধে যেভাবে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের সময়ে দেশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সেই কথা। গত সপ্তাহের ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে মধ্যস্থতা করেছে, সেই প্রসঙ্গে কংগ্রেসিরা তুলে আনছেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কথাও। কী বলা হচ্ছে ৭১-এর যুদ্ধ নিয়ে? কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক এক্স হ্যান্ডেল থেকে প্রচার করা হয়, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের একটি ছবি।

সেখানে লেখা হয় যে 'ইন্দিরা গান্ধী নিক্সনকে বলেছিলেন যে আমাদের শিরদাঁড়া সোজা আছে। আমাদের ইচ্ছাশক্তি এবং রসদ রয়েছে যা দিয়ে আমরা সব নৃশংসতার মোকাবেলা করতে পারি। সেই দিন আর নেই যখন তিন- চার হাজার মাইল দূরে বসে কোনও দেশ তাদের মর্জি মতো চলার আদেশ দেবে ভারতীয়দের।'

কংগ্রেস এক্স হ্যান্ডেলে আর লিখেছে, 'এটাই হচ্ছে সাহস। এটাই ছিল ভারতের জন্য রুখে দাঁড়ানো আর দেশের মর্যাদার সঙ্গে সমঝোতা না করা।' কংগ্রেস সহ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী এক শিক্ষক বিকাশ দিব্যকীর্তির একটি পুরনো ভিডিওও শেয়ার করছেন।

ওই ভিডিওতে বিকাশ দিব্যকীর্তি বলছেন, 'একজন নারী প্রধানমন্ত্রী হয়েই পাকিস্তানকে দুই টুকরো করে দিয়েছেন। অন্য লোকেরা বলতে থাকে যে সার্জিকাল স্ট্রাইক করে দেব। তিনি কিন্তু কথা বলেন নি, কাজটা করে দিয়েছিলেন।' তবে কেউ কেউ এটাও মনে করেন যে, ১৯৭১ সালের সঙ্গে ২০২৫ সালের তুলনা করা ঠিক নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পর যখন বাংলাদেশ গঠিত হয়, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের যা ক্ষমতা ছিল বর্তমানের রাশিয়া তত শক্তিশালী নয়। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন ভারতকে সমর্থন করত, আবার পাকিস্তানও তখন পরমাণু শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠে নি। ইনস্টাগ্রামে বিবিসি বাংলা ফলো করতে ক্লিক/ট্যাপ করুন এখানে

সামাজিক মাধ্যমে যা লেখা হচ্ছে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সামাজিক মাধ্যমের পাতায় যা লিখেছে, তার বাইরেও কংগ্রেসের পরিচিত নেতারাও নিজেদের পেইজে ইন্দিরা গান্ধী ও ৭১-এর যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলছেন। কংগ্রেস নেতা ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল লিখেছেন, 'যতক্ষণ না টুকরো করেছেন, ততক্ষণ ছাড়েন নি।' তিনি পাকিস্তানকে দুটুকরো করা এবং নতুন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সাংবাদিক রোহিনী সিং এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ভোটে লড়া আর যুদ্ধ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এমনিই কেউ ইন্দিরা গান্ধী হয়ে ওঠে না।' কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি চিঠি শেয়ার করে লিখেছেন, ' ১৯৭১ সালের ১২ই ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে এই চিঠি লিখেছিলেন। এর চার দিন পর পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে।' কংগ্রেস নেতা এবং কংগ্রেস সমর্থকদের সামাজিক মাধ্যমগুলোতে যেমন ইন্দিরা গান্ধী ও ১৯৭১ সালের পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের কথা লেখা হচ্ছে, তেমনই আবার বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালবিয়াও বিষয়টি নিয়ে পাল্টা মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, '১৯৭১ সালের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল পাক সেনার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। তবে এরপরে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের চাপে সিমলা চুক্তি চূড়ান্ত হয়। ভারত কোনও কৌশলগত লাভ ছাড়াই ৯৯ হাজার যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিয়েছিল। আবার পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর মুক্ত করানোও চেষ্টা করা হয় নি বা আনুষ্ঠানিকভাবে সীমানা নির্ধারণও করা হয়নি। যুদ্ধের জন্য বা ভারতের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া উদ্বাস্তু সংকটের জন্য কোনও ক্ষতিপূরণও আরোপও করা হয়নি। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সুবিধা অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরা বন্ধ করুন। ইন্দিরা গান্ধী, ১৯৭১ ও রিচার্ড নিক্সনের পুরো ঘটনাটা কি? মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও ইন্দিরা গান্ধীর দূরত্ব কারও কাছেই গোপন ছিল না। মি. নিক্সন যখন ১৯৬৭ সালে দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে মিসেস গান্ধী এতটাই বিরক্ত হয়েছিলেন যে মি. নিক্সনের সঙ্গে থাকা ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর কতক্ষণ এই লোকটাকে সহ্য করতে হবে?' ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে লেখা বইগুলোতে এমন তথ্য পাওয়া যায়। দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের শীতলতা অব্যাহত ছিল ১৯৭১ সালেও। পূর্ব পাকিস্তানের নৃশংসতার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধী করতে যুক্তরাষ্ট্রে যান। ইন্দিরা গান্ধীকে মি. নিক্সন ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলেন বৈঠকের আগে।

হোয়াইট হাউসে স্বাগত ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিহারের বন্যা দুর্গতদের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও পূর্ব পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। বিবিসির রেহান ফজল কয়েক বছর আগে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মহারাজ কৃষ্ণ রসগোত্রার সঙ্গে কথা বলেছিলেন এই ব্যাপারে। মি. রসগোত্রা বিবিসিকে বলেছিলেন, 'আমি তখন সেখানে ছিলাম। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দিরা গান্ধীকে তার জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়া, তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে অপমান করতে চেয়েছিলেন। আলোচনা প্রথম থেকেই ঠিকমতো চলছিল না।' মি. রসগোত্রার কথায় 'সেই সময়ে ভারতে আসা এক কোটি বাঙালি উদ্বাস্তু আমাদের ওপরে একটা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং শিবিরগুলিতে অনাহারে তারা মারা যাচ্ছিলেন, তাদের সম্বন্ধে মি. নিক্সন একটা কথাও বলেন নি।'

মি. রসগোত্রা বলেন, যে ওই ব্যবহারটা মিসেস গান্ধী উপেক্ষা করেছিলেন। আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে যা বলার ছিল, সেটা বলেও দিয়েছিলেন।

'মূল কথা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যা চলছে তা আপনারা বন্ধ করুন এবং যেসব শরণার্থী আমাদের দেশে এসেছে তারা পাকিস্তানে ফিরে যাবে। আমাদের দেশে তাদের জায়গা নেই --- এটাই বলেছিলেন মিসেস গান্ধী' জানিয়েছিলেন মি. রসগোত্রা। মার্কিন নৌবহর এবং ৭১-এর যুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে তাদের নৌবহর পাঠায়। ইন্দিরা গান্ধী পরে ইতালীয় সাংবাদিক ওরিয়ানা ফ্ল্যাচ্চিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমেরিকানরা যদি একটি গুলিও ছুঁড়ত, অথবা বঙ্গোপসাগরে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু করত তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই ভয়টা একবারের জন্যও আমার মাথায় আসেনি।' অ্যাডমিরাল এসএম নন্দা তার আত্মজীবনী "দ্য ম্যান হু বম্বড করাচী"তে লিখেছেন, 'ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহতেই একটি সোভিয়েত ডেস্ট্রয়ার ও মাইনসুইপার মালাক্কা উপসাগর থেকে এই অঞ্চলে পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। আমেরিকার নৌবহরটি ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ওখান থেকে না চলে যাওয়া পর্যন্ত সেটিকে অনুসরণ করেছিল সোভিয়েত নৌবহর।'

মানবিক করিডর আসলে কী, বিশ্বের আর কোথায় আছে

রাকিব হাসনাত

মিয়ানমারের রাখাইনের রোহিঙ্গাদের জন্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে একটি হিউম্যানিটারিয়ান প্যাসেজ বা মানবিক করিডর দেয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে; বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এই তথ্য প্রকাশের পর মানবিক করিডর ইস্যুটি নিয়ে দেশে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হচ্ছে। করিডর বিষয়ে সরকারের এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্যাখ্যা দাবি করেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বিএনপি মহাসচিব স্পষ্টতই বলেছেন, 'এ ধরনের সিদ্ধান্তে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে'।

প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, সরকার তথাকথিত "মানবিক করিডর" নিয়ে জাতিসংঘ অথবা অন্য কোনো সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেনি। 'রাখাইন রাজ্যে যদি জাতিসংঘের নেতৃত্বে মানবিক সাহায্য দেয়া হয়, তাহলে বাংলাদেশ লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে রাজি হবে--- --- এটাই আমাদের অবস্থান,' বলেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যে মানবিক করিডর বা হিউম্যানিটারিয়ান প্যাসেজ বলতে আসলে কী বোঝায়? এটি কীভাবে কাজ করে? কীভাবে ও কেন কোনো দেশে এ ধরনের করিডর প্রতিষ্ঠা করা হয়? প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনের গাজায় ভয়াবহ নৃশংসতায় তীব্র মানবিক সংকটে পড়া গাজার মানুষদের জন্য সহায়তা পাঠাতে মানবিক করিডর বারবার আলোচনায় এসেছে। যদিও বাংলাদেশে এটি আলোচনায় এসেছে রাখাইনে মানবিক সহায়তা পাঠানোর প্রসঙ্গে। এর বাইরে বিশ্বের নানা দেশে সংঘাতময় এলাকায় এ ধরনের করিডর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা গেছে। মানবিক করিডর কী?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম (রফিক শাহরিয়ার) বলছেন, বিশ্বের সংঘাতময় অঞ্চলগুলোয় যেখানে মানুষ খাদ্য ও ঔষধসহ জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী পায় না কিংবা বেসামরিক নাগরিকসহ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে মানবিক করিডরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। তার মতে, আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে আইনের আওতায় যাদের সরাসরি সহযোগিতা করা যায় না তাদের জন্যই এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়। আর জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা মোশতাক আহমেদ বলছেন, বিশ্বের যেসব জায়গায় এমন মানবিক করিডর হয়েছে তার কোনো কোনোটি বিবদমান পক্ষগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনার মাধ্যমে, আবার কোনোটি তৃতীয় পক্ষ- বিশেষ করে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় হয়েছে। 'যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর যখন কোনো উপায় থাকে না, তখন একটি স্বীকৃত পথ বা প্যাসেজের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। তবে করিডর মানেই যে জলভাগ বা স্থলভাগ হবে এমন নয় বরং এটি সময় নির্ধারণ করেও হতে পারে। সংঘাতময় এলাকায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর এমন পথ বা পদ্ধতিই মানবিক করিডর,' বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মূলত জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন রেজুলেশন (৪৬/১৮২ এবং ৫৮/১১৪) এ মানবিক নীতিকে অনুমোদন করা হয়েছিলো। সংস্থাটি মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রের সব কার্যক্রম গাইড করে থাকে। সহায়তা বলতে ---- যুদ্ধ, জলবায়ু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাদের মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত তাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তার কথা বলা হচ্ছে। তবে এই মানবিক সহায়তা অবশ্যই হতে হবে মানবিকতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায্যতার নীতি অনুসারে। আর নিরাপদ মানবিক করিডরের অর্থের সংজ্ঞায় সংস্থাটি বলেছে---- জরুরি সরবরাহের জন্য একটি প্যাসেজ। এমন একটি মানবিক করিডরের মধ্য দিয়ে ত্রাণসামগ্রী মুক্তভাবে সংঘাতময় এলাকায় যেতে পারে। জাতিসংঘের সনদ অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্ত দেশের সম্মতিতে মানবিক সহায়তা দেওয়া উচিত। এটি হবে একটি অসামরিক জোন, একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সংঘাতে জড়িত পক্ষগুলো তাতে সম্মত হতে হবে। আর রেডক্রস মানবিক করিডরের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত পক্ষগুলোর সমঝোতার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমোদন করা নিরাপদ প্যাসেজ। বেসামরিক নাগরিকদের সংঘাতময় এলাকা ত্যাগ করা, মানবিক সহায়তা সামগ্রী আনা বা নেয়া কিংবা আহত, অসুস্থ বা নিহতদের সরানোর জন্য এটি ব্যবহার করার অনুমোদন তারা দিতে পারে। সংস্থাটি বলছে, গত কয়েক দশকে মানবিক করিডর লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। আর নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল (এনআরসি) তাদের ওয়েবসাইটে মানবিক করিডোরের বিষয়ে বলছে, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সম্মতিতেই একটি করিডোরে প্রবেশাধিকার ও এর সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষগুলোকে রাজি করাতে না পারলে জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অনেক সময় এমন প্যাসেজ বানায়, যেখানে বিবদমান সব পক্ষকে সরিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা দেয়া হয়, বলছিলেন ড. রফিকুল ইসলাম। ইনস্টাগ্রামে বিবিসি বাংলা ফলো করতে ক্লিক/ট্যাপ করুন এখানে মানবিক করিডরের ঝুঁকি কতটা? অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলছেন, যেসব দেশে মানবিক করিডর পরিচালিত হয়েছে এমন অনেক জায়গাতেই অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি। 'অনেক জায়গায় নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে। শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন হয়নি এমন জায়গায় বিবদমান কোনো কোনো পক্ষ এই প্যাসেজে আক্রমণ করার নজির আছে। এমনকি অনেক জায়গায় মানবিক করিডরে হামলায় সিভিলিয়ানের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আবার কোনো জায়গায় এমন করিডরে থাকা সেতু উড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

বিশ্লেষকদের মতে, অনেক ক্ষেত্রে এমন করিডরের রাজনৈতিক ও সামরিক অপব্যবহারের ঝুঁকি থাকে। আবার অস্ত্র পাচার এবং দখলকরা এলাকায় জ্বালানি চোরাচালানের জন্যও এই করিডর ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এনআরসি বলছে এ ধরনের করিডরের সুরক্ষা ও প্রবেশাধিকার অনেকটা সীমিত থাকে। যে এলাকায় সংঘাত হয় সেখানে নির্দিষ্ট মানবিক করিডরে নিরাপদে পৌঁছানোও ত্রাণকর্মী ও বেসামরিক নাগরিকদের জন্য অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। সংস্থাটির মতে এ ধরনের করিডরের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত থাকা উচিত। অর্থাৎ এটা কি ত্রাণসামগ্রী বা জরুরি সহায়তার জন্য, নাকি বেসামরিক নাগরিকদের সংঘাতময় এলাকা ত্যাগের জন্য, নাকি উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে সেটার পরিষ্কার ঘোষণা থাকা উচিত।

'করিডরটি হতে হবে নিরাপদ, প্রবেশযোগ্য ও কার্যকর। সব পক্ষের মধ্যেই বিস্তারিত সমঝোতা হতে হবে,' বলেছেন এনআরসি। মানবিক করিডর কি নতুন কিছু? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি নতুন কিছু নয়। বরং বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সংঘাতময় অঞ্চলগুলোতে মানবিক করিডরের প্রচলন শুরু হয়। নাৎসি নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো থেকে ইহুদি শিশুদের যুক্তরাজ্যে সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো ১৯৩৮-৩৯ সালে। নিরাপত্তা পরিষদের নেয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে বসনিয়ার সারায়েভোতে ১৯৯২-৯৫ সালে এবং ২০১৮ সালে সিরিয়ার ঘৌতা থেকে বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে আনার জন্য মানবিক করিডর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। প্রথম আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধের (নাগোর্নো-কারাবাখ যুদ্ধ) সময় ১৯৮৯ সালে লাচিন করিডোর স্থাপিত হলেও সেটি দুই বছরের মধ্যেই বন্ধ করে দিয়েছিলো আজারবাইজান সরকার। আবার ১৯৯৩ সালে নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রস্তাবের মাধ্যমে সেব্রেনিৎসা ছিটমহলকে নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরে ওই বছরেই আরেক প্রস্তাবের মাধ্যমে সারায়েভো, জেপা, গোরাজদে, তুজলা ও বিহাচকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে মোট ছয়টি মানবিক করিডর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো।

'কিন্তু নিরাপদ এলাকাগুলোকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা হবে তার কোনো রূপরেখা ছিল না। ফলে পরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। ১৯৯৫ সাল নাগাদ সেব্রেনিৎসায় গণহত্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটি ইউরোপের ভয়াবহ নৃশংসতার একটি,' বলছিলেন মোশতাক আহমেদ। আবার অনেক জায়গায় এ ধরনের মানবিক করিডর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ইয়েমেনের চলমান যুদ্ধের মধ্যে বারবার এমন করিডরের আহ্বান জানিয়েও সফল হয়নি জাতিসংঘ। আফ্রিকার কঙ্গোয় ২০০৮ সালে রাষ্ট্রীয় বাহিনী এবং জেনারেল লরেন্ট নকুন্ডার নেতৃত্বাধীন মিলিশিয়া বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করলে জাতিসংঘের প্রস্তাবে গোমা অঞ্চলে একটি মানবিক করিডোর খোলার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত সামরিক নানা বিষয়ে জড়িয়ে সংকটে পড়ে যায়।

মোশতাক আহমেদ বলছিলেন, 'জাতিসংঘ নিজেও অনেক সময় অসহায় থাকে। বৃহৎ শক্তিগুলো যা চায় তার বাইরে যাওয়ার সামর্থ্য তার থাকে না। যে কারণে অনেক জায়গায় মানবিক করিডর প্রয়োজন হলেও করা যায়নি। আবার অনেক জায়গায় করিডর হলেও সেটি টেকসই ও কার্যকর হয়নি।' আবার ইথিওপিয়ায় টাইগ্রে অঞ্চলে বহু মানুষ মাসের পর মাস সরকারি অবরোধে আটকে পড়লে ২০২২ সালের নভেম্বরে মানবিক করিডোরগুলো পুনরায় চালুর মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়। রফিকুল ইসলাম বলছেন, মানবিক করিডরের সফলতা নির্ভর করে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের ওপর। যে অঞ্চলে মানবিক করিডর হবে সেখানকার বিবদমান পক্ষ একমত হলে করিডর পরিচালনা সহজ হয়। কিন্তু সবাই রাজি না হলে তা হয় কঠিন। মানবিক করিডর জটিলতার উদাহরণ ২০২২ সালের মার্চে ইউক্রেন ও রাশিয়ার কর্মকর্তারা একটি মানবিক করিডরের বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন যার লক্ষ্য ছিল সংঘাতময় এলাকা থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরে যেতে সহায়তা করা। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা গেলো মানবিক করিডরের সংখ্যা ছিল সীমিত। আবার কোন সময় কোন করিডর ব্যবহার করা যাবে এমন তথ্যগুলোও আসছিলো শেষ সময়ে। ফলে বেসামরিক নাগরিকদের তা ব্যবহার করার সুযোগ কম ছিল। বরং করিডর ব্যবহারের সময় বিশেষ করে দোনেৎস্ক ও লুহানস্কে বেসামরিক মানুষ চেকপোস্টগুলোতে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। তাছাড়া কারা এই করিডরের অনুমতি দেবে তা নিয়েও সংকট তৈরি হয়েছিলো।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষকে করিডর ব্যবহার করে নিরাপদ এলাকার দিকে যাওয়ার জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। এমনকি এমন মানুষদের বহনকারী একটি কনভয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা পর্যন্ত হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলায় শিক্ষা ভবনে বাম সমর্থিত সংগঠনের পক্ষে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

আগরতলায় 'ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক'-এর শিলান্যাস ও মৎস্য উৎসব ১৮ মে

আগরতলা, ১৬ মে : আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আগামী রবিবার ১৮ মে আয়োজিত হতে চলেছে ত্রিপুরার 'ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক'-এর শিলান্যাস ও 'মৎস্য উৎসব'। কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংহ এই শিলান্যাস করবেন বলে নির্ধারিত আছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহাউ এছাড়া কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন মন্ত্রকের দুই প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান ও অধ্যাপক এস.পি. সিংহ বাঘেলেরও উপস্থিত থাকার কথা। পাশাপাশি রাজ্যের মৎস্য, পশুপালন ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, কেন্দ্রীয় মৎস্য সচিব ড. অভিনন্দন লিখি সহ অন্য বিশিষ্টজনেরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছেউ

অনুষ্ঠানে কিষান ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি), সমবায় সংস্থা, স্টার্টআপ এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় উপকারভোগীদের মধ্যে শংসাপত্র ও অনুমোদনপত্র বিতরণ করা হবে। কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ত্রিপুরার জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিশা দেখাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কমলাসাগরে বিদ্যালয়ের নিম্নমানের নির্মাণ কাজ নিয়ে বাম যুবাদের বিক্ষোভ, বন্ধ হলো কাজ

কমলাসাগর, ১৬ মে: দেবীপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিম্নমানের নির্মাণ কাজ ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠলো কমলাসাগর। বৃহস্পতিবার সকালে কমলাসাগর বাম যুব সংগঠনের অঞ্চল কমিটি স্কুল চত্বরে সরেজমিনে পরিদর্শন করে কাজের গুণমান নিয়ে তীব্র অভিযোগ তোলে। তাদের দাবি, যে কোনও মুহূর্তে দ্বিতল ভবনটি ভেঙে পড়তে পারে, ছাত্রছাত্রীদের জীবন চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

জানা যায়, বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের চারটি কক্ষ নির্মাণের জন্য শিক্ষা দপ্তরের তরফে ৯৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। মূল কাজের দায়িত্ব পান ঠিকাদার সুজিত শুক্লদাস। কিন্তু তিনি কাজটি সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়ে দেন এলাকার সাতজন বকলমে ঠিকাদারদের, যাদের মধ্যে অন্যতম মিঠুন শীল। এর আগেও মধুপুর এলাকায় ড্রেন নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বাম যুব সংগঠনের অভিযোগ, নির্মাণের শুরু থেকেই দেওয়াল দুর্বল, ছাদে ফাটল, আর সামান্য ধাক্কাতেই প্লাস্টার খসে পড়ছে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক হিরন্ময় নারায়ণ দেবনাথ, কমলাসাগর অঞ্চল সম্পাদক রাজেশ দত্ত, জিএমপি নেতা মধু দেববর্মা ও ছাত্র সংগঠনের দীপঙ্কর দাস। তাদের দাবি, এই কাজ পুরোপুরি পুনঃনির্মাণ করতে হবে এবং ছাদটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ছুটে আসেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান অনিল শিব ও প্রধান শিক্ষিকা। চেয়ারম্যানও নির্মাণ কাজ দেখে বিস্মিত হয়ে অবিলম্বে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

বাম যুব সংগঠন অভিযোগ তোলে, রাজ্যে একশ্রেণীর বকলমে সাব-কন্ট্রাক্টরের হাতে কাজ তুলে দিয়ে সরকার উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত করছে। তাঁদের হুঁশিয়ারি, ভবিষ্যতে এর প্রতিবাদ আরও জোরদার হবে, যদি অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয় ও কাজের গুণমান নিশ্চিত না করা হয়।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
No.F.240/DWS/AMC/2024-25/Dated:15/05/2025
CORRIGENDUM

Due to some unavoidable circumstances auction for the work Disposal of 256 no's old/existing PVC Water Tanks (double layer) 500 ltr. Capacity at Swami Vivekananda Abashan Housing Complex (15 nos. blocks) at Kunjaban under Ward No-05, AMC vide Press Neice invited auction reference No. 01/PNIA/DWS/AMC/2025-26, Dated 08/05/2025 is hereby extended upto 20/05/2025 at 2.00 P.M. Other terms & conditions will remain unchanged.

Executive Engineer
DWS Division
Agartala Municipio Corporation

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 17/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for recruitment to Programmer, Group-C (Non-Gazetted) & Technical Assistant, Group-C (Non-Gazetted) in Directorate of Treasuries & Accounts under Finance Department, Govt. of Tripura.
For further details please visit https://tpsc.tripura.gov.in
The Commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(S. Mog, IAS)Secretary,
Tripura Public Service Commission.

PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 18,19,20 & 21 /EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 Dt. 14/05/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 28 /05/2025 at 3.00 P.M.

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	3rd call for Construction of 01 one Teacher's Quarter attached to Khas Chowmuhani HS School, Nalchar block of Sepahijala for the year 2024-25. DNIeT: 18/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25	Rs.[illegible]	Rs.[illegible]	[illegible] Month	28/05/2025 Upto 3.00 Hrs	29/05/2025 Hrs at 11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	2nd call for Construction of Science Lab, Art and Craft Room and Computer Room at South Hrishachara High School, Satchand Block, South Tripura District during the year 2024-25. DNIeT No: 01/SE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs.[illegible]	Rs.[illegible]	8 Month	28/05/2025 Upto 15.00 Hrs	29/05/2025 Hrs at 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	2nd call for Construction of Additional Class Room at Dakshin Kadamtala SB School, Kadamtala Block in North Tripura for the year 2024-25. DNIeT No: 02/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs. 19,38,800	Rs. 38,776.00	5 Month	28/05/2025 Upto 15.00 Hrs	29/05/2025 Hrs at 11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4	2nd call for Construction of Additional Class Room at Laichhapura SB School, Damcherra Block in North Tripura for the year 2024-25. DNIeT No: 03/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs. 19,38,800.00	Rs. 38,776.00	5 Month	28/05/2025 Upto 15.00 Hrs	29/05/2025 Hrs at 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
ICA/C/559/25

Executive Engineer
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

PNIe-T No:- 03 /EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No:-14/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 68,92,911.00	₹ 1,37,858.00	Upto 3.00 P.M on 22.05.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 22.05.2025 if possible

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com
ICA/C/557/25

(For and on behalf of Governor of Tripura)
(Er. R. D Barma)
Executive Engineer DWS Division,
Sabroom South Tripura District

ভারতের হজ যাত্রীদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন

সি.পি.এস বক্সি
যুগ্ম সচিব
সংখ্যালগু মন্ত্রক
ভারত সরকার

সম্প্রতি, ভারত সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের উপর অসাধারণ গুরুত্ব দিয়েছে, যা ভৌগোলিক পটভূমি কিংবা কোন বিশ্বাসের পার্থক্য ছাড়াই প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছোচ্ছে। বার্ষিক হজযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। এটি একটি রুটিন প্রশাসনিক কার্যক্রমেরও অতিরিক্ত, একটি বিশাল মানবিক, কূটনৈতিক এবং লজিস্টিক কার্যক্রম, যা জাতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশের নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে, সরকার হজ ব্যবস্থাপনাকে ২১ শতকের সেবা প্রদানের একটি মডেলে পরিণত করেছে।

প্রতি বছর, প্রায় ১৭৫ লাখ ভারতীয় তীর্থযাত্রী পবিত্র হজ তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ভারত সরকারের হজ কমিটির মাধ্যমে সৌদি আরবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে চার মাসব্যাপী এই বিশাল এবং সংবেদনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যা জাতীয় সমন্বয়, কূটনীতি এবং সেবাপরায়ণতার একটি অন্যতম নিদর্শন। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের মাধ্যমে ভারত সরকার নিশ্চিত করছে যে, এই আধ্যাত্মিক যাত্রা শুধুমাত্র নির্বিঘ্ন করাই সরকারের উদ্দেশ্য নয় বরং একে মর্যাদাপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম করতে প্রস্তুত। সমস্ত সম্প্রদায়কে পক্ষপাতহীনভাবে সেবা দেওয়ার প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি হিসেবে সরকার হজের অভিজ্ঞতাকে বিদেশে করা সবচেয়ে উন্নত জনসেবা কার্যক্রম হিসেবে রূপান্তর করছে।

হজ সুবিধা অ্যাপটি ২০২৪ সালে ভারত সরকার কর্তৃক চালু করা হয়েছিল, যা পুণ্যার্থীদের অভিজ্ঞতাকে সহজতর এবং উন্নত করতে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা যথা সময়ের তথ্য যেমন আবাস, পরিবহন এবং বিমানের বিশদ বিবরণ সহ বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে থাকে। পাশাপাশি প্রত্যেক পুণ্যার্থীর সাথে সংযুক্ত রাজ্য হজ পরিদর্শকদের বিস্তারিত তথ্য এবং নিকটস্থ স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবহন সুবিধাও প্রদান করা হয়। অ্যাপটির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের ও ট্র্যাকিং, ব্যাগেজ ট্র্যাকিং, জরুরী এসওএস ফিচার, আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু এবং সময়মত নোটিফিকেশনেরও সুযোগ প্রদান করে। গত বছর ৬৭, ০০০ এর বেশি পুণ্যার্থী অ্যাপটি ইনস্টল করেছিলেন, যা উচ্চ মাত্রায় গ্রহণযোগ্যতার একটি নিদর্শন। এর মাধ্যমে ৮,০০০ এর বেশি অভিযোগ এবং ২,০০০ এর বেশি এসওএস দায়ের করা হয়েছিল এবং কেওসিএ (কিংডম অফ সৌদি আরব) এ হজ যাত্রীদের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছিল। এসওএস এবং হারিয়ে যাওয়া পুণ্যার্থীদের ফিচারগুলি হারিয়ে যাওয়া পুণ্যার্থীদের ট্র্যাকিং করতে এবং তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ও পুণ্যার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরী চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য সবচেয়ে প্রশংসিত হয়েছে।

অ্যাপের ফিডব্যাক পরিকাঠামোটি তীর্থযাত্রার গোটা সময় জুড়ে ধারাবাহিক উন্নতির সুযোগ প্রদান করে থাকে। হজ-২০২৪ এর সময় অ্যাপ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসমূহ ২০২৫ সালের হজ নীতি এবং নির্দেশিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট হিসাবে কাজ করেছে।

এই তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তগুলি ভারতের সরকারের নাগরিকদের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের মডেলকে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করছে। ২০২৪ সালের এই সাফল্যের উপর ভিত্তি করে সরকার এখন হজ সুবিধা অ্যাপ ২.০ চালু করেছে, যা হজের সকল দিককে যুক্ত করা হয়েছে এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি সঠিক সম্পূর্ণ ডিজিটাল সমাধান তৈরি করছে।

হজ ২.০ এ হজ এর সমস্ত প্রক্রিয়াগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মুসল্লিদের আবেদনের ডিজিটাল জমা, কুররা নির্বাচন, অপেক্ষমান তালিকার প্রকাশ, পেমেন্ট ইন্টিগ্রেশন, আদাহি কুপন ইস্যু এবং বাতিল ও ফেরতের প্রক্রিয়া। আপডেটেড অ্যাপটি ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের সাথে মসৃণ ভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা মুসল্লিদের ইউপিআই, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে সক্ষম করা হয়েছে। সহজ ভ্রমণের জন্য সঠিক সময়ের বিমান সময়সূচি এবং ইলেকট্রনিক বোর্ডিং পাস এর সুবিধাও প্রদান করা হয়েছে। অ্যাপটিতে পেডোমিটার ফিচার যুক্ত করা হয়েছে, যা মুসল্লিদের হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলতে এবং কঠোর যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সহনশীলতা তৈরি করতে সাহায্য করবে। মুসল্লিদের জন্য সহায়ক তথ্য হিসেবে সঠিক সময়ের আবহাওয়ার আপডেটও যোগ করা হয়েছে, যাতে তারা কঠোর আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে এবং স্বাস্থ্যকর ও হাইড্রেট থাকতে পারে।

অ্যাপের বহুল প্রশংসিত লাগেজ ট্র্যাকিং সিস্টেমটি আরএফআইডি ভিত্তিক ট্যাগিং এর মাধ্যমে আরও উন্নত করা হয়েছে, যা নিখোঁজ লাগেজের ট্র্যাকিং প্রক্রিয়াটি সহজতর করবে এবং সর্বোচ্চ মানের সেবা নিশ্চিত করবে।

হজের আনুষ্ঠানিকতাগুলোর নেভিগেশন ডিজিটাল ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে, যার মধ্যে মিনা, আরাফাত এবং মুজদালিফার মাশায়ের অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্যাম্প সাইটগুলোকে ম্যাপে চিহ্নিত ও ট্র্যাক করা হয়েছে যাতে হাজিরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে এবং মরুভূমির তীব্র তাপে হারিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে। নামাজের অ্যালার্ম, কিবলা কম্পাস এবং হাসপাতাল, বাস স্টপ, সেবা কেন্দ্র এবং ভারতীয় মিশন অফিসের অবস্থান ভিত্তিক ম্যাপিংয়ের মতো বৈশিষ্ট্যগুলো হাজিদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা এবং সুবিধাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

একটি এআই চালিত চ্যাটবটকে ডিজিটাল ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা কথোপকথনমূলক স্বর থেকে নিয়মিত প্রশ্নের উত্তর দিতে তাতণিক সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করে। এই সমন্বিত বৈশিষ্ট্যের সেট সরকারের এই উদ্দেশ্যকে প্রমান করে যে, সরকার এটিকে কেবল প্রযুক্তিকে সেবা প্রদানের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছে না, বরং গৌরব, সুবিধা এবং সক্ষমতা প্রদানকারী একটি হাতিয়ার হিসেবেও সকলের জন্য, বিশেষ করে যারা আধ্যাত্মিকতার পথে আছেন, তাদের জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছে।

হজ সুবিধা অ্যাপ ২.০ ভারতের ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামোর একটি অনন্য সৃষ্টি এবং এটি ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির একটি নিদর্শন, যা নিশ্চিত করে যে সরকারি সুবিধা প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি অর্থপূর্ণ উপায়ে প্রসারিত হয় এখন। প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারত তীর্থযাত্রী ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন আন্তর্জাতিক মান স্থাপন করছে, নাগরিকদের জন্য একটি সহজ, নিরাপদ, এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত অভিজ্ঞতা প্রদান করছে।
(মতামত ব্যক্তিগত)

লাখ টাকার অলঙ্কার ৪ হাজার টাকায় বিক্রি করতে এসে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: লাখ টাকার অলঙ্কার ৪ হাজার টাকায় বিক্রি করতে এসে আটক এক যুবক। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ বাজারে। অভিযুক্তের নাম কৃষ্ণ দাস। তার বাড়ি নলছড়ে।

স্বর্ণ এবং রুপার জিনিস চুরি করে বিক্রি করতে এসে গ্রেপ্তার হয় চোর। ঘটনা বৃহস্পতিবার বিকেল বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন বিশ্রামগঞ্জ মধ্যবাজার কালিবাড়ীর উল্টোদিকে এসবি জুয়েলারি দোকানে। পূর্ব নলছড় বড়মুড়া এলাকার এক যুবক স্বর্ণের শাঁখার পাত স্বর্ণের কানের এবং স্বর্ণের কয়েকটি টুকরো এবং রুপার তৈরি নুপুর বেসলেট, গলার চেইন, বিক্রি করতে আসে বিশ্রামগঞ্জ এস বি জুয়েলার্সের মালিক লিটন বণিকের কাছে। যুবককে দেখেই লিটন বণিকের সন্দেহ হয়। অনেকগুলি স্বর্ণের জিনিস এবং রুপোর জিনিস বিক্রি করতে আসে তার কাছে। যুবকটি তাকে বলে তাকে ৪০০০ টাকা দিলেই হবে। এই কথা শুনে সন্দেহ হয় এসবি জুয়েলার্সের মালিক লিটন বণিকের ।লিটন বনিক স্বর্ণের এবং রুপার সামগ্রীগুলো ওজন দিয়ে গোপনে খবর দিয়ে দেয় বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি সুবিমল দেবনাথ এবং সেকেন্ড ওসি মিঠুন সাহা দৌড়ে ছুটে যায় এসবি জুয়েলার্সে। পুলিশ এসবি জুয়েলার্স থেকে স্বর্ণের এবং রুপার সামগ্রীগুলো ওজন দিয়ে চোরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে থানায়। থানায় এনে ভালোভাবে তার তল্লাশি নেয় পুলিশ। তার কাছে আরো স্বর্ণ এবং রুপা আছে কিনা। থানায় এনে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে যুবকটি জানায় তার নাম কৃষ্ণ দাস(২৪) পিতা মৃত কানু দাস। তার বাড়ি পূর্ব নলছড় বড়মুড়া এলাকায়। সে এই জিনিসগুলো আজকেই নলছড় বাজারের জয়ন্ত লস্করের জুয়েলারি দোকান থেকে চুরি করে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বিক্রি করার জন্য এনেছিল। বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি মেলাঘর থানা এবং নলছড় বাজার ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি জানায় এবং যুবকের ছবি তাদেরকে পাঠায় তাকে সনাক্ত করার জন্য। চুরি করা স্বর্ণের সামগ্রী গুলোর ওজন ১০.৮৫০ মিলিগ্রাম এবং রুপার সামগ্রী গুলোর ওজন ১২৯গ্রাম ।এই সমস্ত সামগ্রী গুলোর দাম আনুমানিক এক লক্ষ টাকার উপরে হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি সুবিমল দেবনাথ। কৃষ্ণ দাস কে বিশ্রামগঞ্জ থানার লক আপে রাখা হয়েছে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ এসবি জুয়েলার্সের মালিক লিটন বণিকের দোকানে ভিড় জমায় গোটা বিশ্রামগঞ্জ এলাকার ব্যবসায়ীরা। এমনিতেই আজ বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জ সাপ্তাহিক বাজার। সাপ্তাহিক বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার ভিড়ে বেসামাল হয়ে যায় বিশ্রামগঞ্জ বাজার। জুয়েলারি দোকানে চোর আটক হয়েছে এই খবর পেয়ে গোটা বাজারের ব্যবসায়ীরা ছুটে আসে তার দোকানে। এই ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জ বাজারের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে চোরের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্রামগঞ্জ বাজারের সমস্ত জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা সতর্ক হয়ে যায়।

কোরাপুটে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৩ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

বারগড়, ১৬ মে : কোরাপুট জেলার বাইপারিগুড়া থানার অন্তর্গত গউডগুডা ছকে জাতীয় সড়ক ৩২৬-এ এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রাথমিক খবরে জানা গেছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি রাস্তার ধারে থাকা গাছে সজোরে ধাক্কা খায়।

গাড়িটি নয়াগড় থেকে মালকানগিরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল। গাড়িতে থাকা ছয়জন একই পরিবারের সদস্য ছিলেন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে কোরাপুটের শহীদ লক্ষ্মণ নায়ক মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে এবং বাকি দুজনকে বাইপারিগুড়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে।

পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি জব্দ করেছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

CANCELLATION MEMORANDUM

The tender for the work "Hiring of 01 (one) no Mahindra & Mahindra Bolero Neo (Diesel) vehicle of 01.01.2023 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the Superintending Engineer, 4th Circle, PWD(R&B), during the year 2025-26" bearing DNIeT No:02/ R/DNIT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26 hoisted under PNIeT No:05/ EE-BSLD/ PWD (R&B) / 2025-26, Dt.1st May,2025 is hereby cancelled by the competent authority due to the administrative reason.
ICA/C/566/25

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division,
PWD (R & B) Bishalgarh,
Sepahijala Tripura.

PNIT NO.: 05/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 Date 13/05/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 05/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 &	Upto 3.00 pm On 02/06/2025	At 4.00 pm on 02/06/2025 (If possible)
I)	DNIT No.23/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
II)	DNIT No.24/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
III)	DNIT No.25/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
IV)	DNIT No.26/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
V)	DNIT No.27/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
VI)	DNIT No.28/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
VII)	DNIT No.29/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
VIII)	DNIT No.30/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
IX)	DNIT No.31/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
X)	DNIT No.32/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/552/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD (R&B),
Mohanpu, west Tripura.

কাজের সন্ধান

শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে জুনিঃ অ্যাসিঃ ম্যানেজার
অনলাইনে আবেদন ও আগরতলায় পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীদের জন্য ব্যাঙ্কে চাকরির এক বিশেষ সুযোগ এসেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (পিওন) পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় নিয়োগের পরীক্ষার জন্য আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ বলা যায়। অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা। বিওবি অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (পিওন) পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে স্থানীয় ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলার মতো দেশজুড়ে শতাধিক শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৫-২০২৫-এ ১৮ থেকে ২৬-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৫০০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৬৫টি, এসটি'র জন্য ৩৩টি, ওবিসি'র জন্য ১০৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪২টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৫২টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৯টি পদ। এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে ৯৭টি পদ। পদের নাম, পদের সংখ্যা, শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন, রাজ্যওয়ারি কোটা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে ত্রিপুরার প্রার্থীরা রাজধানী আগরতলা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন। সারা দেশ জুড়ে এরকম আরো শতাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। অন্যান্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে তা আগে থেকে ফর্ম ফিলাপের সময় তা উল্লেখ করে দিতে হবে। পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৩ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৩ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর ও সিভি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে ফোনে অথবা হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* ইসরো-তে **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ হতেহবে, বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে।

* শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ৮ জুনে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২২-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় পর্ষদে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২-৪ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **মেন্টেনার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে, লিখিত ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সহ দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* টিএসইসিএল-এ **আইটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাস্টার্স পাশ, এমসিএ, আইটি বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি বা অফলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের অধীনে **সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় অর্থ দপ্তরের অধীনে **রিসার্চ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় ডিগ্রি কলেজে **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্স পাশ, নেট কোয়ালিফাইড সহ নির্দিষ্ট যোগ্যতা আবশ্যক, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র সহ দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ইএসআইসি-তে **স্পেশালিস্ট গ্রেড-টু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে (স্পিড পোস্টে) দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৬ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান আর্মিতে **টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্স** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২২-২৭ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর (এসএসবি-র) কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার (ইসরো),**
শূন্যপদ ঃ ৬৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক,**
শূন্যপদ ঃ ৬৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ৮ জুনে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২২-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (কেন্দ্রীয় পর্ষদ),**
শূন্যপদ ঃ ৫৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২-৪ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **মেন্টেনার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে,
লিখিত ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সহ দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আইটি ম্যানেজার (টিএসইসিএল),**
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাস্টার্স পাশ, এমসিএ, আইটি বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি বা অফলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিসার্চ অফিসার (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্স পাশ, নেট কোয়ালিফাইড সহ নির্দিষ্ট যোগ্যতা আবশ্যক,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ পুনরায় ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র সহ দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৩০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট গ্রেড-টু (ইএসআইসি),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে (স্পিড পোস্টে) দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৬ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্স (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ১৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২২-২৭ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর (এসএসবি-র) কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

টিপিএসসি-র মাধ্যমে ফিনান্সে ৩৯ নিয়োগ
দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। পুনরায় বাড়নো হলো অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ। শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি আগেই দেওয়া হয়েছে। টিপিএসসি-র পক্ষ থেকে দারুন উদ্যোগ। অনলাইনে দরখাস্তের সময়সীমা বাড়িয়ে কর্মপ্রার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানেও বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনরায় প্রকাশিত হলো। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে এস.আই অফ এক্সাইজ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ। বিই, বিটেক পাশ প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ পুনরায় ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে অর্থ দপ্তরের এক্সাইজ অর্গানাইজেশনের অধীনে এস.আই অফ এক্সাইজপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ১১/২০২৫। পুনরায় ২৪ এপ্রিল, নং এফ.১১ (৫৫-৪) - রিক্রুট./ টিপিএসসি/ ২০২৫ সেহামূলে দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ২৩ মে, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৩ মে-র মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ১১/২০২৫, তারিখ - ১ মার্চ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

শূণ্যপদগুলো হল —পদের নাম - সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজঃ শূন্যপদ ৩৯টি। এর মধ্যে ২০টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। এছাড়া, ৬টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ১৩টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) ৬টি পদের মধ্যে ২টি পদ এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) ১৩টি পদের মধ্যে ৫টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ২০টি পদের মধ্যেও ৭টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রুপ-সি, নন-গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের এক্সাইজ অর্গানাইজেশনের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ। বিই, বিটেক পাশ প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। এছাড়াও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড-অনুযায়ী ৫,৭০০ - ২৪,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৮ অনুসারে, পে লেভেল ১০ অনুযায়ী। বয়স ঃ ১৪-০৪-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। এছাড়া, এস সি/ এস টি / শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীরা বয়সের উর্ধবসীমায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ১৩০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ২০ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ১৩০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে দুইটি পার্ট। পার্ট-ওয়ান-এ ৯০টি প্রশ্ন, এমসিকিউ প্যাটার্ণ। পার্ট-টু-তে ২টি প্রশ্ন। কনভেনশনাল টাইপ প্রশ্ন। সিলেবাস সংক্রান্ত বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেও তা জেনে নিতে পারেন। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ই-মেলে বা কল লেটারে জানানো হবে।

এয়ারপোর্ট অথরিটিতে প্রচুর নিয়োগ
ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীনে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। এককথায়, উপযুক্ত তরুণ-তরুণীদের থেকে এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীনে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল) পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা রয়েছে, বা ফ্রেশ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ তরুণ -তরুণীদের থেকে এই নিয়োগ করা হবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মে। দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কবে হবে বা কোথায় হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় অধীনে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল) পদে চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। দরখাস্ত পাঠাতে হবে অনলাইনে। মোট শূন্যপদ ৩০৯টি। এর মধ্যে ১২৫টি অসংরক্ষিত। জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩০টি, ওবিসি (নন্ ক্রিমি লেয়ার) প্রার্থীর জন্য ৭২টি, এসসি প্রার্থীর জন্য ৫৫টি, এসটি প্রার্থীর জন্য ২৭টি পদ সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৭টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - ফিজিক্স এবং গণিত নিয়ে বিএসসি পাশ হতে হবে। অথবা, যে-কোনও ডিসিপ্লিনে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ হতে হবে। স্থানীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিতে কথা বলা এবং লেখার জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স ২৪-০৫-২০২৫ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৭ বছর। মূল মাইনে ৪০,০০০ - ১,৪০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহ। প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষা অর্থাৎ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রশ্ন করা হবে ইংরেজি এবং হিন্দি - দুটি ভাষায়। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সময়ে ভয়েস টেস্ট / ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। সারা দেশ জুড়ে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকতে পারে, তবে তা কল লেটারে জানানো হবে। পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৪ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৪ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর ও সিভি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রেপরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে ফোনে অথবা হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি।

নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ দরখাস্তের ভিত্তিতে কল লেটার তৈরি করা হবে। যথাসময়ে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এই কল লেটার নিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা কোথায় হবে কল লেটারে জানানো হবে। প্রার্থীদের নিজ খরচায় এবং দায়িত্বে প্রতিটি টেস্ট বা পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে হবে। কোনও প্রকার টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। নির্বাচন পরীক্ষা চলাকালীন যে-কোনও ধরনের দুর্ঘটনার জন্য দপ্তর দায়ী থাকবে না।

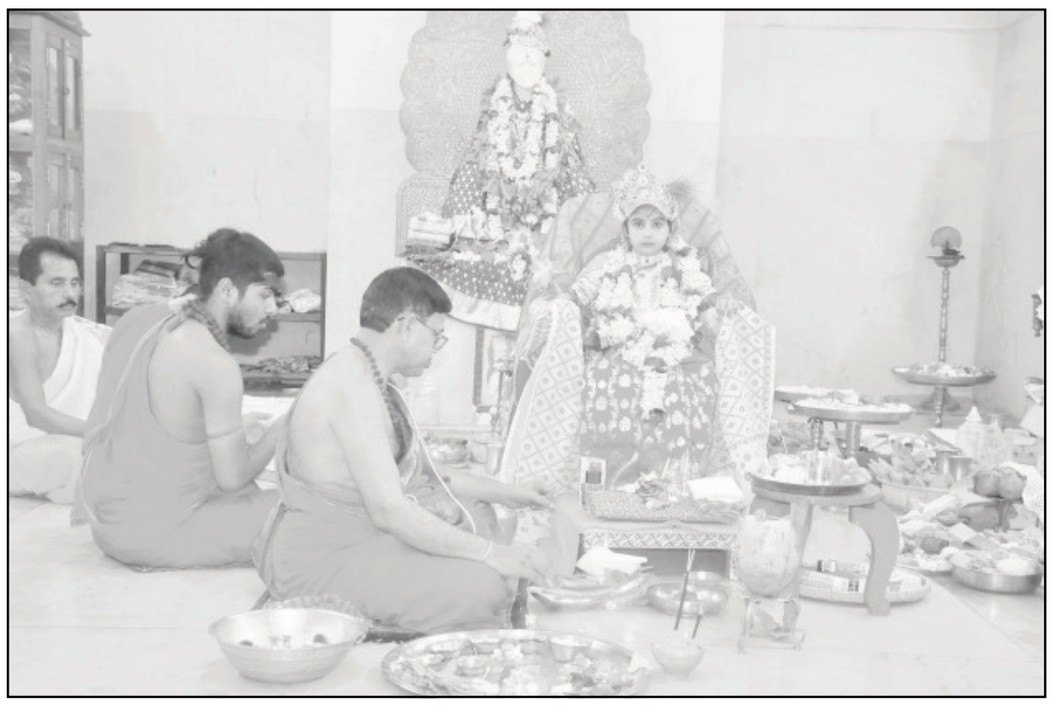

আনন্দময়ী আশ্রমে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত।

মিশ্র বৈশ্বিক সংকেতের মাঝে নিম্নমুখী সূচক নিয়ে খোলে ভারতীয় শেয়ারবাজার

মুম্বাই, ১৬ মে : শুক্রবার প্রারম্ভিক লেনদেনে মিশ্র বৈশ্বিক সংকেতের প্রভাবে ভারতীয় শেয়ারবাজার নিম্নমুখী সূচক নিয়ে খোলে। আইটি, ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস ও ফার্মা খাতে বিক্রির চাপে সূচকগুলি পতনের মুখে পড়ে।

সকাল ৯টা ২৯ মিনিট নাগাদ সেনসেক্স ২৩১.৬৪ পয়েন্ট বা ০.২৮ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৮২,২৯৯.১০-এ। নিফটি ৪৯.৯৫ পয়েন্ট বা ০.২০ শতাংশ কমে নামে ২৫,০১২.১৫-এ।

নিফটি ব্যাঙ্ক ৫২.৪০ পয়েন্ট বা ০.০৯ শতাংশ পতনে দাঁড়ায় ৫৫,৩০৩.২০-এ। তবে নিফটি মিডক্যাপ ১০০ সূচক ১৬৯.২০ পয়েন্ট বা ০.৩০ শতাংশ বেড়ে পৌঁছায় ৫৬,৭০০.০৫-এ এবং নিফটি স্মলক্যাপ ১০০ সূচক ৭৮.৪৫ পয়েন্ট বা ০.৪৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ১৭,৩১৮.৪০-এ।

বিশ্লেষক হার্দিক মাতালিয়া (চয়েস ব্রোকিং) জানিয়েছেন, নিফটি ডেইলি চার্টে একটি শক্তিশালী বুলিশ ক্যান্ডেল তৈরি করেছে এবং ইনসাইড বার প্যাটার্ন ভেঙে ২৫,০০০ স্তরের ওপর ক্লোজ করেছে, যা উর্ধমুখী প্রবণতার ইঙ্গিত। তাৎক্ষণিক সাপোর্ট ২৪,৮৫০—২৪,৭০০-এর মধ্যে, আর রেজিস্ট্যান্স ২৫,১০০ ও ২৫,২৩৫ স্তরে। ২৫,২৩৫-এর উপরে শক্তিশালী ব্রেকআউট হলে সূচক ২৫,৫০০—২৫,৭৪৩-এর দিকে যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ট্রেডারদের 'ডিপে কেনার' কৌশল মেনে চলা উচিত এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার কারণে বড় সড় ওভারনাইট পজিশন নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

এদিকে সেনসেক্সের শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত শেয়ারগুলির মধ্যে ছিল ভারতী এয়ারটেল, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, এসবিআই, ইনফোসিস, এইচসিএল টেক ও এমঅ্যান্ডএম। অপরদিকে শীর্ষ লাভকারীদের মধ্যে ছিল আলট্রাটেক সিমেন্ট, বাজাজ ফিনসার্ভ, এনটিপিসি, মারুতি সুজুকি ও অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক।

এশিয়ার বাজারগুলির মধ্যে চীন, হংকং ও জাপান ছিল লাল সংকেতে, তবে ব্যাংকক, জাকার্তা ও সিওল সবুজ সংকেতে ছিল।

গত ট্রেডিং সেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাও জোন্স ২৭১.৬৯ পয়েন্ট বা ০.৬৫ শতাংশ বেড়ে বন্ধ হয় ৪২,৩২২.৭৫-এ। এসঅ্যান্ডপি ৫০০ বেড়ে দাঁড়ায় ৫,৯১৬.৯৩-এ এবং ন্যাসডাক ৩৪.৪৯ পয়েন্ট বা ০.১৮ শতাংশ কমে বন্ধ হয় ১৯,১১২.৩২-এ।

এপ্রিলের অর্থনৈতিক তথ্য অনুযায়ী, ইউএস প্রযোজক মূল্যসূচক (ঞ্চঞ্চজ্জ) ০.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা পূর্বাভাসকৃত ০.২ শতাংশ বৃদ্ধির থেকে অনেকটাই কম, এবং এটি পাইকারি স্তরে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমার ইঙ্গিত দেয়।

এই প্রসঙ্গে, এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ-এর প্রাইম রিসার্চ প্রধান দেবর্ষ বকিল বলেন, বৃহস্পতিবার ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ার জেরোম পাওয়েল মনিটারি পলিসি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় অংশ নিয়ে জানান, ২০২০ সালের মহামারির পরে মুদ্রাস্ফীতি ও সুদের হারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় পরিবর্তন আসায় ফেড নীতিমালায় সংশোধন আনতে যাচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৫ মে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মোট ৫,৩৯২.৯৪ কোটি টাকার ইক্যুইটি কেনেন, অন্যদিকে দেশীয় বিনিয়োগকারীরা ১,৬৬৮.৪৭ কোটি টাকার ইক্যুইটি বিক্রি করেন।

নীরব মোদির জামিনের আবেদন ফের খারিজ করল যুক্তরাজ্যের হাই কোর্ট

নতুন দিল্লি: লন্ডনের হাই কোর্ট অফ জাস্টিস, কিংস বেঞ্চ ডিভিশন ফের একবার প্রত্যাখ্যান করল পলাতক হীরার ব্যবসায়ী নীরব মোদির জামিনের আবেদন। ইতিমধ্যেই একাধিকবার তিনি জামিন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন।

এই মামলায় নীরব মোদির জামিন বিরোধিতা করে কঠোর অবস্থান নেয় ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস যাদের সহযোগিতায় ছিল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। শুনানির জন্য সিবিআই বিশেষভাবে লন্ডনে অফিসার পাঠায়। সিবিআইয়ের জোরালো যুক্তির সামনে ভেঙে পড়ে মোদির আবেদন।

নীরব মোদি ভারতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত ৬,৪৯৮.২০ কোটি টাকার দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত এবং ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেন্ডার হিসেবে চিহ্নিত। তিনি গত ১৯ মার্চ, ২০১৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে কারাবন্দি রয়েছেন।

ভারত সরকারের পক্ষে ইতিমধ্যেই যুক্তরাজ্যের আদালত তাঁর প্রত্যার্পণের অনুমোদন দিয়েছে। জামিন চেয়ে এটি তাঁর দশম আবেদন ছিল, যা প্রতিবারই সিবিআই-এর বিরোধিতার মুখে খারিজ হয়েছে।

নীরব মোদি ও তাঁর কাকা মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বড় ব্যাংক প্রতারণা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, মুম্বইয়ের পিএনবি শাখা থেকে ভুয়ো লেটার অফ আন্ডারটেকিং ব্যবহার করে বিপুল অঙ্কের টাকা বিভিন্ন ভারতীয় ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ করেন তাঁরা।

তদন্তকারীদের মতে, নীরব মোদি প্রায় ৬,৪৯৮ কোটি টাকা এবং মেহুল চোকসি ৭,০০০ কোটি টাকার বেশি আর্থিক প্রতারণা করেছেন।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিবিআই প্রথম মামলা দায়ের করার আগেই দু'জনেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

নীরব মোদি বর্তমানে যুক্তরাজ্যের জেলে থাকলেও মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে মামলা চলছে বেলজিয়ামে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ১৬ মে শুক্রবার অ্যান্টওয়ার্পের একটি আদালত তাঁর প্রত্যার্পণ সংক্রান্ত ভারত সরকারের আবেদন শুনবে।

গত মাসে বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর চোকসির জামিন আবেদন ইতিমধ্যেই খারিজ হয়েছে।

ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাঁর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত প্রমাণ পেশ করেছে, যা পরবর্তী শুনানিতে প্রসিকিউশনের অবস্থান আরও জোরদার করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্য ও বেলজিয়ামে আইনি প্রক্রিয়া জোর কদমে এগোচ্ছে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আশাবাদী দু'জন পলাতককেই দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা সম্ভব হবে।

সিকিমে আজ ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত

গ্যাংটক, ১৬ মে : সিকিম আজ তার ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। এই উপলক্ষে রাজধানী গ্যাংটকে নানা ধরনের অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে।

সিক্কিমের স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সরকার মানসিক স্বাস্থ্য, পর্যটন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং লোকসাহিত্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নতুন উদ্যোগ শুরু করেছে।

রাজ্যপাল ওম প্রকাশ মাথুর এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং তাঁদের সরকারি বার্তায় সিক্কিমের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা ঐক্য, সাংস্কৃতিক গর্ব এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আহ্বান জানিয়েছেন।

বারগড়ে গাড়ির ভেতর জ্বলে যাওয়া দেহ উদ্ধার, রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যু জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের

জয়পুর (কোরাপুট), ১৬ মে : ওড়িশার বারগড় জেলার বড়পালি ব্লকের এক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে নিজ গাড়ির ভেতর মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছেন। তাঁর দেহ মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছিল।

হালদিপালি ছক সংলগ্ন এলাকায় চন্দ্রশেখর ঝারিয়া নামক ওই ইঞ্জিনিয়ারের মৃতদেহ একটি হুন্ডাই ক্রেটা গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। জাতীয় সড়কের পাশে দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটি স্থানীয়দের সন্দেহের উদ্রেক করে। গাড়ির কাছে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান, ভিতরে একজন ব্যক্তি রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে গাড়ির জানালা ভেঙে দেহ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, গাড়ির এসি-র শর্ট সার্কিটের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। মৃতের স্ত্রী জানান, চন্দ্রশেখর দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান এবং রাতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন, "আমি রাতভর ফোন করে গেছি, কিন্তু ও কোনও ফোন ধরেনি। আজ অফিস যাওয়ার পথে রাস্তায় ওর গাড়ি দেখে চিনে ফেলি। এসি-র শর্ট সার্কিটই কি ঘটনার কারণ, তা বলতে পারছি না।"

পুলিশ পুরো ঘটনাটি তদন্ত করছে। ঘটনাটি ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দুর্নীতির অভিযোগে অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারের তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

আগরতলা, ১৬ মে: দুর্নীতির অভিযোগে কমলাসাগর দেবীপুর ২৬ কার্ড এলাকা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারের ভেতর তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন প্রমীলা বাহিনী। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, দেবীপুর ২৬ কার্ড এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে একজন দিদিমণি এবং একজন হেল্পার দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছে। কিন্তু সেই দিদিমনি সঞ্জু সরকার বিরুদ্ধে এলাকার জনগণের দীর্ঘদিন যাবত অভিযোগ ছিলো তিনি সময় মতো সেন্টারে আসছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করাতে পারছে না,এমনকি মিড-ডে মিল খাওয়া নিয়েও অনেক অভিযোগ উঠেছিল। এলাকার জনগণের অভিযোগ দীর্ঘ নয় মাস যাবত মিড ডে মিলের খাবার সেই দিদিমণি গিলে খেয়ে ফেলেছে। এমনকি গর্ভবতী মহিলাদেরও বিদ্যালয়ের থেকে চাল দেওয়া হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত তাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেন্টারে চলে আসেন বিশালগড় সিডিপিও অফিসের ২ আধিকারিক। পরবর্তী সময়ে তথ্য সহকারে প্রমাণিত হয় সেই দিদিমনি সঞ্জু সরকার লেখাপড়া বলতে কিছু জানে না। দীর্ঘ ৯ মাস যাবত মিড-ডে মিলের খাওয়া ছাত্রছাত্রীদের না দিয়ে চুরি করে নিয়েছে তার তথ্য সহকারে প্রমাণিত হওয়ায় পরবর্তী সময়ে দুই আধিকারিক সেন্টারের দিদিমনি সঞ্জু সরকার সেন্টারে না আসতে বলে এবং হেলপারের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে যায়। কিন্তু আচমকা বৃহস্পতিবার সকালবেলা একমাস পর ঘরে বসে থাকা দিদি মনির মেয়ে সেন্টারে এসে হাজির হয় তাও আবার ড্রেস পরে। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এলাকার জনগণ।তাদের বক্তব্য, যে দিদিমণিকে বিভিন্ন অভিযোগ পেয়ে সেন্টার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তার মেয়ে কি করে সেন্টারে আসে কাজ করতে।পরবর্তী সময়ে তালা ঝুলিয়ে এলাকার প্রমিলা বাহিনী জানিয়ে দেয় নতুন দিদিমণি আসলেই তালা খোলা হবে। যদিও দিদিমনির মেয়ে জানান এলাকার প্রধানের অনুমতি নিয়েই সেখানে এসেছে।

তীব্র দাবদাহে জেরবার উপকূলীয় ওড়িশা

ভুবনেশ্বর, ১৬ মে : উপকূলীয় ওড়িশা জুড়ে তীব্র গরম ও আর্দ্রতা জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। বিভিন্ন জেলায় সকাল থেকেই রেকর্ড করা হয়েছে উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মাত্রা।

আজ সকাল ৮.৩০ টা পর্য্যন্ত পুরীতে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৩৩ঙ্গসেলসিয়াস, আর্দ্রতার মাত্রা ৭৮.২। ভুবনেশ্বর ও কটকে যথাক্রমে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৩২.৮ঙ্গসে, যেখানে ভুবনেশ্বরে আর্দ্রতা ৭৪.২ এবং কটকে ৭৭।

জগৎসিংহপুর, চাঁদবালি এবং পারাদ্বীপ-এও তাপমাত্রা ৩২.৬ঙ্গসে থেকে ৩৩ঙ্গসে-এর মধ্যে রেকর্ড হয়েছে, আর্দ্রতার মাত্রা ৭৩ থেকে ৭৫.৫ এর মধ্যে।

অন্যদিকে, ভদ্রক, কেন্দ্রপাড়া ও বালেশ্বরে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে৩১.৬ঙ্গসে, তবে এই অঞ্চলে আর্দ্রতা আরও বেশি, যা ৭৬ থেকে ৮৩ এর মধ্যে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিনের বাকি সময়জুড়েও এই গরম ও আর্দ্র পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে আশঙ্কা। সাধারণ মানুষকে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাপজনিত রোগ এড়ানো যায়।

যতক্ষণে মানুষ নাস্তা করে, ততক্ষণেই আপনি শত্রুদের শেষ করে দিল : প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নতুন দিল্লি/ভুজ, ১৬ মে :ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শুক্রবার গুজরাটের ভুজ এয়ার ফোর্স স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে মোতায়েন বায়ুসেনা জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি "অপারেশন সিঁদুর"-এর সফলতার জন্য তাদের অভিনন্দন জানান।

পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন,যতক্ষণে মানুষ নাস্তা করে, ততক্ষণেই আপনারা শত্রুদের শেষ করে দিয়েছেন। পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদকে ধ্বংস করতে ভারতীয় বায়ুসেনার মাত্র ২৩ মিনিট সময় লেগেছে।'

তনি বলেন, 'অপারেশন সিন্ধুর'-এর সময় বায়ুসেনা যে সাহসিকতা ও দ্রুততা দেখিয়েছে, তা শুধু ভারতবাসীর নয়, বিশ্বজুড়ে থাকা ভারতীয়দেরও গর্বিত করেছে।

দুই সীমান্তে সেনাদের মনোবল দেখে উৎসাহিত রাজনাথ সিং আরও জানান,গতকাল আমি শ্রীনগরে উত্তর সীমান্তে আমাদের সেনানীদের সঙ্গে দেখা করেছি এবং আজ আমি পশ্চিম সীমান্তে বায়ুসেনা ও অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি। দুই ফ্রন্টেই জওয়ানদের উচ্চ মনোবল ও জোশ দেখে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত। আমি নিশ্চিত, আপনারা ভারতের সীমান্তকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখবেন।

সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানকে তীব্র আক্রমণ প্রতিরক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন, পাকিস্তান ফের ধ্বংসপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে। তিনি বলেন,পাকিস্তানের সরকার দেশের সাধারণ নাগরিকদের থেকে আদায় করা করের টাকা জৈশ-ই-মহম্মদ-এর নেতা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী মস আজহার-এর উপর খরচ করছে। তাকে প্রায় ১৪ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে, যখন কিনা সে জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক জঙ্গি।

"গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি' খ্যাত বিজয় রাজ নির্দোষ প্রমাণিত, 'শেরনি' ছবির শুটিং চলাকালীন দায়ের হওয়া যৌন হেনস্থার মামলায় আদালতের রায়

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : চলচ্চিত্র জগতে বহুমুখী অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত অভিনেতা বিজয় রাজ, যিনি 'স্ত্রী', 'দিল্লি বেলি', 'দেড় ইশকিয়া' এবং 'গাল্লি বয়'-এর মতো ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, 'শেরনি' সিনেমার শুটিংয়ের সময় এক মহিলা ক্রু সদস্যের করা যৌন হেনস্থা ও অনুসরণ করার অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পেয়েছেন।

গোন্দিয়া ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর বিজয় রাজকে বেকসুর খালাস দেয়, কারণ অভিযোগের সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৪ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের বালাঘাটে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও সেদিনই তিনি জামিন পান, ঘটনাটি তার পেশাগত জীবনে বড় প্রভাব ফেলে মাঝপথে 'শেরনি'র শুটিং ছাড়তে হয় এবং বেশ কিছু কাজ হারাতে হয়।

রামনগর থানায় দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়, বিজয় রাজ অভিযোগকারিণীর চেহারা নিয়ে অনভিপ্রেত মন্তব্য করেন এবং তার অনুমতি ছাড়াই মাস্ক ঠিক করার চেষ্টা করেন। প্রথমে মহিলা নিজের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান, পরে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন।

দুঃখজনকভাবে, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আগে অভিযোগকারিণী মারা যান। তবুও, আদালত উপলব্ধ সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার চালিয়ে গিয়ে বিজয় রাজকে নির্দোষ ঘোষণা করে।

অভিনেতার আইনজীবী সাভিনা বেদী সচর এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "আমার মক্কেল শুরু থেকেই নির্দোষিতার কথা বলে এসেছেন। দুঃখজনকভাবে, এই অভিযোগ তার কর্মজীবন এবং সম্মানে বড় প্রভাব ফেলেছে। আজ আদালত যখন তাকে নির্দোষি ঘোষণা করেছে, আমরা আশা করি এই রায় প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রবণতার বিরুদ্ধে বার্তা দেবে।"

'শেরনি' বিতর্ক সত্ত্বেও বিজয় রাজ পরে 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি', 'কথাল', 'চন্দু চ্যাম্পিয়ন' এবং 'ভুল ভুলাইয়া ৩'-এর মতো চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০২৫ সালে তিনি অভিনেতা সোনু সুদের পরিচালনায় প্রথম ছবি 'ফতেহ'-তেও অভিনয় করেছেন।

সিকিম দিবসে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

গ্যাংটক, ১৬ মে : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিক্কিমের রাজ্য দিবস উপলক্ষে রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।রাষ্ট্রপতি মুর্মু সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় বলেছেন, সিক্কিম তার অপরিমেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মানুষের আন্তরিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি উল্লেখ করেন, পরিবেশ সচেতনতার দিক থেকে সিক্কিম ভারতের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য হিসেবে টেকসই উন্নয়নের চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সুশৃঙ্খল সহাবস্থান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন, সিক্কিম শান্ত সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও পরিশ্রমী মানুষের প্রতীক। তিনি বলেন, রাজ্যটি নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি করেছে। মোদী উল্লেখ করেন, এই বছরটি আরও বিশেষ কারণ এটি সিক্কিমের ভারতীয় রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী। তিনি রাজ্যবাসীর সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন।

গুয়াহাটিতে অবৈধ মদ কারবার নিয়ে বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে এপিএস আধিকারিকের তথ্য, পুলিশের হানা

গুয়াহাটি, ১৬ মে : অসমের রাজধানী গুয়াহাটির লতাশিল এলাকার মালিবাগানে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ এক বড়সড় অবৈধ বিদেশি মদের ভাণ্ডার উদ্ধার করেছে। অবাক করার মতো ঘটনা হলোএই অভিযান চালানো হয় একজন মহিলা ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ-এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, যিনি বর্তমানে সোনিতপুর জেলায় কর্মরত।

সূত্রের খবর, যে বাড়িতে এই অবৈধ মদের গুদাম ছিল, সেটি ডিএসপি-র নিজের নামেই রেজিস্টার্ড।তবে বাড়িটি ব্যবহার করছিলেন তাঁর পিতা ধন দাস ও মা, যারা সেখানে অবৈধভাবে বিদেশি মদ সরবরাহের ব্যবসা চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশির আগেই ধন দাস ও তাঁর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বহু কার্টন বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে।

ধন দাসের বিরুদ্ধে আগেও একই রকম অপরাধের মামলা ছিল। তিনি এর আগে উজানবাজার এলাকায় অবৈধ মদের কারবার চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। একাধিক পুলিশি অভিযান ও সতর্কতার পরও তিনি কারবার বন্ধ করেননি, বলে জানিয়েছে পুলিশ। আরো খবরে জানা গেছে, ডিএসপি নিজেই লতাশিল থানাকে তাঁর পিতার বেআইনি কাজের খবর দেন। বাবার অবৈধ ব্যবসায় বারবার জড়িয়ে পড়ায় তিনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

বর্তমানে পুলিশ ধন দাস ও তাঁর স্ত্রীর খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে এবং পুরো চক্রটির ব্যাপকতা ও জড়িতদের শনাক্ত করার কাজ চলছে।

আজ গুজরাটের ভুজের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : আজ সকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং গুজরাটের ভুজের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। এই সফরের সময় তিনি ভুজ বিমান বাহিনী স্টেশনে বায়ু সেনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করবেন।

শ্রী সিং "স্মৃতিবন" দর্শনও করবেন, যা ২০০১ সালের ভুজ ভূমিকম্পে প্রাণ হারানোদের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিসৌধ ও সংগ্রহশালা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে বজ্রসহ প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : ভারতের আবহাওয়া বিভাগ আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে।দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম, রায়লসীমা, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইক্যাল, কেরল এবং মাহে অঞ্চলেও আগামী কয়েক দিন বজ্রসহ বৃষ্টিপাত ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় আগামীকাল পর্য্যন্ত এবং জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট, বাল্টিস্তান, মুজাফফরাবাদ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশে রবিবার পর্য্যন্ত অনুরূপ আবহাওয়া বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিম রাজস্থানে আগামী দুই থেকে তিন দিন তীব্র দাবদাহ বা লু চলতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

পাকিস্তান সুপার লিগের বাকি ম্যাচ সরল আমিরশাহিতে

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে বড় পদক্ষেপ করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। প্রতিযোগিতার বাকি ম্যাচ আর পাকিস্তানে হবে না। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল প্রতিযোগিতা।

পহেলগাঁও হামলার পর দুই দেশের মধ্যে পর পর হামলা চলছে। এমন আবহে ক্রিকেটারদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে প্রতিযোগিতা দেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। পাক বোর্ডের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডলে এক লাইনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পিএসএলের বাকি ম্যাচ আমিরশাহিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদের সব রূপ নির্মূল করতে বিশ্বকে এক কণ্ঠে কথা বলতে হবে : লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৫ মে: অস্ট্রেলিয়ার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার হিসেবে মিল্টন ডিক পুনঃনির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানালেন লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা। আজ এক টেলিফোন আলোচনায় শ্রী বিড়লা বলেন, "অস্ট্রেলিয়ান হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার হিসেবে পুনর্নির্বাচনের জন্য আপনাকে ভারতের সংসদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। আপনার নতুন মেয়াদের জন্য শুভকামনা রইল।"

এই উপলক্ষে, শ্রী বিড়লা পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় ভারতের পাশে থাকার জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থনের প্রশংসা করেন। শ্রী বিড়লা জোর দিয়ে বলেন, "সন্ত্রাসবাদের যেকোনো রূপ যত স্থানেই হোক না কেন, তা নির্মূল করতে গোটা বিশ্বকে এক কণ্ঠে কথা বলতে হবে।"

শ্রী বিড়লা ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীশ্রী নরেন্দ্র মোদী ও শ্রী অ্যান্থনি আলবানিজের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে আশা প্রকাশ করেন যে, অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান মেয়াদে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। তিনি বলেন, চলতি বছরের শেষের দিকে কোয়াড ও দ্বিপাক্ষিক সম্মেলনে অ্যান্থনি আলবানিজের ভারত সফরের প্রতীক্ষায় রয়েছে দেশ।

এছাড়া শ্রী বিড়লা আশা প্রকাশ করেন, স্পিকার মিল্টন ডিকের নেতৃত্বে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সংসদীয় সহযোগিতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে এবং বহুপাক্ষিক ফোরামেও দুই দেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।

নকশালবিরোধী অভিযানে আহত জওয়ানদের দেখতে এইমসে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ মে :ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানা সীমান্তের কারেগুত্তা পাহাড়ে সফল নকশালবিরোধী অভিযানে আহত জওয়ানদের দেখতে আজ দিল্লির এইমস ট্রমা সেন্টারে পৌঁছান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। অভিযানে ৩১ জন নকশাল সদস্যকে নির্মূল করে বাহিনী। দিল্লির এইমস-এ আহত জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁদের সাহসিকতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

এক্স-এ শ্রী অমিত শাহ লেখেন, "আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে নকশালবাদের প্রতিটি চিহ্ন নির্মূল করছে। আজ দিল্লির এইমস ট্রমা সেন্টারে গিয়ে সেই বীর জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, যারা ছত্তিশগড়-তেলেঙ্গানা সীমান্তের কারেগুত্তা পাহাড়ে ৩১ জন নকশালকে নির্মূল করার সময় আহত হয়েছেন। তাঁদের সুস্থতার খোঁজ নিয়েছি এবং জানিয়েছি দেশ তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগে গর্বিত।"

মন্ত্রী আরও জানান, এই অভিযানে জওয়ানরা টানা ২১ দিন ধরে অভিযান চালিয়ে ৩১ জন নকশাল সদস্যকে নিধন করেন। তিনি বলেন, "এই বীর সৈনিকদের সাহস ও নিষ্ঠা গোটা জাতির জন্য গর্বের বিষয়।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অমিত শাহ আহমেদাবাদে ৩৭৯ কোটি টাকার উড়ালপুল প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন

আহমেদাবাদ, ১৬ মে: দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার আহমেদাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে দুটি বড় উড়ালপুল প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এই প্রকল্পগুলি শহরের নগর পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন জানিয়েছে, প্রায় ৩৭৯ কোটি টাকার এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শহরের ব্যস্ত সড়কগুলিতে যানজট কমানো এবং লক্ষাধিক বাসিন্দার দৈনন্দিন যাত্রা আরও সহজ ও দ্রুততর করে তোলা। প্রথম উড়ালপুলটি হবে ল' গার্ডেন থেকে সিএন বিদ্যালয় পর্যন্ত রুটে, এবং দ্বিতীয়টি চিমনভাই প্যাটেল ব্রিজের সমান্তরাল পথে নির্মিত হবে। এই দুটি উড়ালপুল নির্মাণের কাজ আগামী ৩৪ মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এএমসি-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দেবাং দানি জানান, এই প্রকল্পগুলি শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত অঞ্চলের যান চলাচল সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে পরিকল্পিত। ৭৭০ মিটার দীর্ঘ ল' গার্ডেন উড়ালপুল, যার ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৪২.০২ কোটি টাকা, এটি পঞ্চবটি ক্রসরোড, আমবাওয়াদি সার্কেল ও সিএন বিদ্যালয় এলাকার যাতায়াত অনেক সহজ করবে এবং প্রতিদিন প্রায় ১.৫ লাখ যাত্রীর উপকারে আসবে।

দ্বিতীয় বৃহৎ প্রকল্পটি হলো প্রায় ২০০০ মিটার দীর্ঘ তিন-স্তরবিশিষ্ট উড়ালপুল, যার খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২৩৭.৩২ কোটি টাকা। এটি চিমনভাই প্যাটেল ব্রিজ থেকে শুরু হয়ে সুবাস ব্রিজ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। রেলওয়ের ওপরে যে অংশটি যাবে, তা নির্মাণ করবে ভারতীয় রেল, আর বাকি অংশ এবং উড়ালপুলের নিচে নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে তুলবে এএমসি। এএমসি-এর মতে, এই প্রকল্পগুলি শহরের উচ্চ-ঘনত্বযুক্ত এলাকাগুলিতে যানজট কমাতে এবং যাত্রীদের যাতায়াতের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

শুধু আহমেদাবাদ নয়, সুরাত, বরোদা ও রাজকোটেও বহুস্তরবিশিষ্ট উড়ালপুল এবং করিডর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ট্র্যাফিক সমস্যার সমাধানে কাজ করা হচ্ছে, বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল এবং রেলক্রসিং এলাকাগুলিতে।

বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা ২০২৫ উদযাপন: শান্তির বার্তা নিয়ে ভারতের বৈশ্বিক অগ্রণী ভূমিকা

১৫ মে, নয়াদিল্লি:নয়াদিল্লির ডঃ বি.আর. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে আজ আয়োজিত হলো বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কনফেডারেশন এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ আয়োজনে পালিত এই অনুষ্ঠানে বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ এবং মহাপরিনির্বাণকে সম্মান জানানো হয় যা 'ত্রিপল ব্লেসড ডে' হিসেবে পরিচিত।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি বলেন, "ভারত কেবল বুদ্ধের জন্মভূমি নয়, এটি তাঁর অহিংসা, সচেতনতা ও মধ্যমার্গের সার্বজনীন বাণীর ধারক ও বাহক।" তিনি আরও বলেন, "ভারত বিশ্বে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রাচীনতম রক্ষক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, এবং গত কয়েক বছরে ভারত সরকার বৈশ্বিক বৌদ্ধ সম্পর্ক মজবুত করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।"

মন্ত্রী জানান, পবিত্র বুদ্ধ ধাতব পদার্থ-এর বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে মঙ্গোলিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের মতো দেশে। এগুলি শুধু আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান নয়, বরং সাংস্কৃতিক কূটনীতি এবং আধ্যাত্মিক সংহতির নিদর্শন। তিনি বলেন, গত দশ দিনে ভিয়েতনামে ১৮ লক্ষের বেশি মানুষ এই ধাতব পদার্থের দর্শন লাভ করেছেন।

অতিথি সম্মানীয় হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদীয় এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, "বুদ্ধকে অনুসরণ করতে হলে বৌদ্ধ হতে হয় না। তাঁর শিক্ষা সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বৌদ্ধ দর্শন একটি জীবনদর্শন, ধর্ম নয়।" প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "ভারত বিশ্বের কাছে বুদ্ধ দিয়েছে, যুদ্ধ নয়।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৬০০ অতিথি, যার মধ্যে সঙ্ঘের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রী, অনুরাগী এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা ছিলেন। ভূটান, মঙ্গোলিয়া, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, উপস্থিত ছিলেন লাওস, জাপান, রাশিয়া, তাইওয়ান ও কম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরাও।

আইবিসি-র মহাসচিব শার্তসে খেনসুর জাংচুপ চোয়েদেন রিনপোচে তাঁর বক্তব্যে সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধের ৪৭টি গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, "এই স্তবগুলি বুদ্ধের প্রকৃত গুণাবলীকে চিত্রিত করে, যা বৈশাখী পূর্ণিমা মাসে পাঠ করা হয়।"

আইবিসি-র মহাপরিচালক অভিজিৎ হালদার জানান, "সম্প্রতি ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রক পিপরাহওয়া-র পবিত্র ধাতব পদার্থগুলির নিলাম বন্ধ করতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এটি বুদ্ধের আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে।"

অনুষ্ঠানে বুদ্ধধর্মের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন গেশে দর্জি দমদুল, প্রফেসর হীরা পল গাং নেগি এবং প্রফেসর বিমলেন্দ্র কুমার। এছাড়াও ভেন. গ্যাল্টসেন সামতেন একটি বিশেষ ভাষণে বর্তমান সময়ে বুদ্ধের শান্তির দর্শনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। সুভদ্রা দেশাই 'রতন সূত্র' পাঠ করেন সুরের মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে ছিল দুইটি বিশাল প্রদর্শনী 'ভারতের তুলনামূলক বৌদ্ধ শিল্প ইতিহাস' এবং 'বুদ্ধের জীবন ও উপদেশ' যা আগেই জাতিসংঘের ভেসাক দিবস ২০২৫ উপলক্ষে ভিয়েতনামে প্রদর্শিত হয়েছিল। এছাড়াও, বুদ্ধধর্মের এশিয়ায় প্রসার এবং সারনাথ থেকে পবিত্র ধাতব পদার্থের যাত্রা নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়।

অনুষ্ঠান শেষ হয় গুরু অল্পনা নায়েক ও তাঁর দলের একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে, যেখানে ধরা পড়ে বুদ্ধের চিরন্তন শিল্প ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ছাপ।

ভারত এখনও বিশ্বের দ্রুততম বিকাশমান বৃহৎ অর্থনীতি ঃ জাতিসংঘ

● প্রথম পাতার পর

প্রবৃদ্ধি চলতি বছরে মাত্র ২.৪ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। প্রতিবেদনে মুদ্রাস্ফীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির হার গত বছরের ৪.৯ শতাংশ থেকে কমে চলতি বছরে ৪.৩ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিলং বিমানবন্দরের ভূমি অধিগ্রহণে মেঘালয় হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ, দুই মাসের সময়সীমা নির্ধারণ

শিলং, ১৬ মে : শিলং বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পে দীর্ঘদিনের বিলম্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মেঘালয় হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেসব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে দুই মাসের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ করতে হবে।

১৫ মে তারিখে প্রধান বিচারপতি আইপি মুখার্জি এবং বিচারপতি ডাব্লিউ দিয়েংডোহ-এর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ দেয়। আদেশে বলা হয়, "আনুষ্ঠানিকতা মেনে রাজ্য সরকারকে জমি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে দুই মাসের মধ্যে হস্তান্তর করতে হবে।"

রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে আশা। তবে আদালত সেই অগ্রগতিকে সন্তোষজনক বলে মনে করেনি। বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ না হলে আদালত বিশেষ কমিশনার বা অফিসার নিয়োগ করে ভূমি ক্রয়ের কাজ পরিচালনা করবে। আদালতের নির্দেশ, "যদি কোনো বাধা বা সমস্যা থাকে, রাজ্য সরকারকে তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই আদালতের কাছে আবেদন করে জানাতে হবে।"

শুধু ভূমি অধিগ্রহণ নয়, বিমান চলাচলের পথে থাকা যেকোনো গাছপালা বা বাধা সম্পর্কেও আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ঙওঙ্খঙ(ডিরেক্টর জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন) কর্তৃক উত্থাপিত কারিগরি সমস্যাগুলোর সমাধানও একই সময়সীমার মধ্যে করতে হবে।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করে, যাতে জমি অধিগ্রহণ শেষ হওয়ার পর পরই কাজ শুরু করা যায়।

এই মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৫ জুলাই, ২০২৫। আদালত আশাবাদী যে সেই সময়ের মধ্যে শিলং বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প "গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি" লাভ করবে।

বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত ইসকন মন্দির ইসকন মুম্বাইয়ের নয়, ইসকন ব্যাঙ্গালোরেরই: সুপ্রিম কোর্টের রায়

নয়াদিল্লি,১৬ মে: বেঙ্গালুরুর রাজাজিনগরের হরে কৃষ্ণ হিলসে অবস্থিত ইসকন মন্দিরটি ইসকন সোসাইটি মুম্বাইয়ের নয়, বরং ইসকন সোসাইটি ব্যাঙ্গালোরের মালিকানাধীনএমন ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি অভয় এস. ওকা এবং বিচারপতি এ.জি. মাসিহের বেঞ্চ কর্ণাটক হাইকোর্টের একটি পূর্ববর্তী আদেশ বাতিল করে দেয়, যেখানে বলা হয়েছিল যে বেঙ্গালুরুর ইসকন মন্দির ইসকন মুম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। এর আগে ট্রায়াল কোর্ট জানিয়েছিল, ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে কর্ণাটক সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে রেজিস্টার হওয়া ইসকন সোসাইটি ব্যাঙ্গালোর এই মন্দিরের সম্পূর্ণ মালিক, এবং ইসকন মুম্বাই মন্দির পরিচালনা বা সম্পত্তির ওপর কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এ নিয়ে ইসকন মুম্বাই কর্ণাটক হাইকোর্টে আপিল করে, যেখানে ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্ত উল্টে দেয়া হয় এবং বলা হয় বেঙ্গালুরুর ইসকন মন্দির ইসকন মুম্বাইয়ের অধীন। তবে সেই রায় এখন সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিল।

ইসকন ব্যাঙ্গালোর আদালতে দাবি করেছিল, তাদের সংস্থা একটি স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা এবং ইসকন মুম্বাই তাদের কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অন্যদিকে, ইসকন মুম্বাই দাবি করেছিল, বেঙ্গালুরু কেন্দ্রটি কখনই স্বাধীন কোনো সত্তা হিসেবে কাজ করেনি এবং তার সব সম্পত্তি মুম্বাইয়ের ইসকনেরই। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের মাধ্যমে এখন স্পষ্ট যে, বেঙ্গালুরুর ইসকন মন্দিরটি ইসকন ব্যাঙ্গালোর সোসাইটিরই মালিকানাধীন।

রাজ্যের অগ্রগতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আলোচনা

● প্রথম পাতার পর

গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতির উপর কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার উন্নয়নে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস ও তিনি দেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অর্থ সংকটে মেয়েকে

● প্রথম পাতার পর

দেবনাথ তার বিকলাঙ্গ পিতা ভব রঞ্জন দেবনাথ এবং মা রিংকু দেবনাথ।সরকারি ভাবে সাহায্য সহযোগিতা পেলে মেয়েটি উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারবে বলে আশাবাদী তার বিকলাঙ্গ পিতা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভব রঞ্জন দেবনাথ কে একটি কৃত্রিম পা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

চড়িলাম মন্ডল সভাপতি তাপস দাস মুক্তা দেবনাথের দুর্দান্ত ফলাফলের বিষয়টি জানার পর তাকে কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা যায় সেই বিষয়ে তিনি ভাবছেন বলে জানিয়েছেন। মুক্তার পাশে সরকার দাঁড়ালে তার সাহায্য হবে বলে মনে করছেন তার পিতা মাতা।

অপারেশন সিন্দুর

● প্রথম পাতার পর

সাথে বিশাল ডাটাবেসের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সক্ষম। তিনি ভবিষ্যতের জন্যে একটি রোডম্যাপও স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডাটাবেসগুলিকে এই প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে, নতুন এমএসির সঙ্গে উপলব্ধ উন্নত ডেটা বিশ্লেষণকে কাজে লাগানোর জন্য বলেন। শ্রী শাহ বলেন, এই নতুন নেটওয়ার্কটি এমএসি নেটওয়ার্কে উৎপন্ন ডেটা বিশ্লেষণের গুণমানকে একটি উচ্চতর স্তরে উন্নীত করবে, সঠিক প্রবণতা বিশ্লেষণ, হটস্পট মানচিত্র তৈরী এবং সময়সীমা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্বাভাসমূলক এবং কার্যকরী ফলাফল দিতে সক্ষম হবে। নতুন এমএসি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত জটিল লিঙ্কগুলি মোকাবেলায় একটি দীর্ঘ পথ চলবে, যা সংগঠিত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত।

ভারতের প্রধান তথ্য একীকরণ কেন্দ্র হিসেবে মাল্টি এজেন্সি সেন্টার (এমএসি) ২০০১ সাল থেকে কার্যকরী হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে এমএসি -র প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। গোয়েন্দা ব্যুরোর আওতাধীন নতুন এমএসি সকল গোয়েন্দা, নিরাপত্তা, আইন প্রয়োগকারী এবং তদন্তকারী সংস্থার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ৫০০ কোটি টাকারও বেশি খরচে নির্মিত নতুন এমএসি নেটওয়ার্ক গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় ধরনের রূপান্তরের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশজুড়ে বিস্তৃত নতুন এমএসি নেটওয়ার্কটি দেশের দ্বীপ অঞ্চল, সন্ত্রাসবিস্তৃত এলাকা এবং পর্বতমালার উচ্চ এলাকাকে যুক্ত করেছে, যা দূর্গম এলাকার জেলা এসপিদের পর্যায় পর্যন্ত দ্রুত এবং স্বাধীন নিরাপদ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শেষ মাইল সংযোগ নিশ্চিত করবে।

পরকীয়ার জেরে আটক যুবক

● প্রথম পাতার পর

আসলে তাকে আটক করে উত্তম মধ্যম দেয় ওই গৃহবধূর স্বামী। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জানা যায়, ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয় সরস্বতী ভৌমিক ও নয়ন রঞ্জন সাহার। দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। আজ সরস্বতী ভৌমিকের স্বামী সুব্রত দাস তার স্ত্রীকে আটক করতে না পারলেও এডিনগর মিলনচক্র এলাকায় প্রেমিককে আটক করে। হামলায় প্রেমিক-যুবক নয়ন সরকার অল্প বিস্তার আহত হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে নয়ন রঞ্জন সাহা নামে ওই যুবক জানায় সে পেশায় মেডিসিন ব্যবসায়ী। ফেসবুকে প্রায় তিন বছর আগে সরস্বতী ভৌমিকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। সেই সূত্র ধরে একাধিকবার সরস্বতী ভৌমিকের সঙ্গে এসে দেখা করেছে। তাদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথাও সে স্বীকার করেছে। আজ দেখা করতে এসে মিলনচক্র এলাকায় সে গণরোষের মুখে পড়ে। তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ওই গৃহবধূর স্বামী। ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

২২ গ্রাম ব্রাউন সুগার

● প্রথম পাতার পর

উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে পুলিশের আজকের এই অভিযান মাদকচক্রের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা।

দেশের অন্যান্য

● প্রথম পাতার পর

সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহম্মদ সাজ্জাদ পি প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতে এবছর সি.বি.এস.ই. পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯৬ নম্বর পেয়ে বিলোনীয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্র সূরজ বসু রাজ্যে শীর্ষস্থান দখল করায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে ছাড়াও কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. এল. মুরুগণ একটি তিরঙ্গা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এই র‍্যালিটি কালীনগর মোটরস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার সেখানে গিয়ে শেষ হয়।

উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের নতুন সচিব হলেন ভাল্লা

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রক, এনইসি, ইসরো এবং নর্থ ইস্টার্ন স্পেস এপ্লিকেশনস সেন্টার এর যৌথ উদ্যোগ।

তাছাড়া কৃষি ও উদ্যান ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে ব্যবহার, উৎপাদনকারী, ক্রেতা এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা করে দিতে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ২০২৪-এর ১২ জলাই নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন্যাল এগ্রি কমোডিটি ই-কানেক্ট (ঞ্ছব্রুটঞ্চখ্রক্ক) পোর্টালের উদ্বোধন করেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের অংশীদারদের মধ্যে আদান প্রদানে সুবিধা হয়েছে, বাজার ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে এবং ক'ষকদের মধ্যে পারস্পরিক উন্নতিকল্পে আদান প্রদান বেড়েছে। শুধুমাত্র ২০২৫ এর এপ্রিল মাসেই এই অ'লের রাজ্যগুলির মধ্যে ক'ষিজাত পণ্যভিত্তিক বাণিজ্যের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৪৯ লক্ষ টাকা।

ট্রান্সফর্মারে গাঁজা তদন্তে নামল দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

প্যাকেটে মোট ৯৬০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। যার কালোবাজারি মূল্য ছিল আনুমানিক চার কোটি টাকা। সাথে উত্তর প্রদেশের কানপুরের বাসিন্দা তথা লরি চালক আওদেশ কুমার(৪২) ও সহ চালক প্রমোদ কুমার (৫৯)কে আটক করা হয়েছিল। ট্রান্সফর্মারের সাথে কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

সেই খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখে টিসিইসিএল জেনারেল ম্যানেজার স্বপন দেববর্মা পানিসাগরের ডিজিএম সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে চুরাইবাড়ি থানাতে এসে ট্রান্সফর্মার গুলি সরজমিনে তদন্ত করেন। তখন উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরেমিয়া ডার্লং সহ থানার ওসি খোকন সাহাও। সরজমিনে পরিদর্শন শেষে টিসিইসিএল এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী দেববর্মা জানান, এই ট্রান্সফর্মার গুলি ইলেকট্রিক কাজে ব্যবহৃত হয়নি। তাছাড়া এই সাইজের ট্রান্সফর্মার ত্রিপুরা বিদ্যুৎ দপ্তর ব্যবহার করে না। তাঁর মতে এই ট্রান্সফর্মার গুলি গাঁজা পাচারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া ট্রান্সফর্মারের সাথে উদ্ধারকৃত কাগজে যে সই রয়েছে সেটিও নকল বলে জানান তিনি।

এদিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরেমিয়া ডার্লং জানান, টিসিইসিএল এর তরফে পরবর্তীতে পুলিশকে রিপোর্ট দেওয়া হবে। তাঁরা জানিয়েছেন ট্রান্সফর্মার গুলি তাঁদের দপ্তরের নয়।তদন্তের স্বার্থে এর থেকে বেশি কিছু তিনি বলেন নি।

শ্যামলী বাজার ডিডব্লিউএস অফিসে ডেপুটেশন দিল স্থানীয়রা

● আটের পাতার পর

না নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন।

বড়জলা এলাকায় জলের পাম্প কে বা কারা উঠিয়ে নেবে। এমনটাই অভিযোগ এনে শ্যামলীবাজারস্থিত ডিডব্লিউএস অফিসের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে সেই এলাকার এলাকাবাসী। তাদের দাবি এই জলের পাম্পের জল প্রায় তিন হাজার লোকের ঘরে পৌঁছায়। তাই কেউ যেন এই পাম্প সরিয়ে না নেয়। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে শুনে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষে গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন জনগণকে।

নামসাইয়ে বন্যা মোকাবিলায় ওবিএম ও

● আটের পাতার পর

ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ-এর সহযোগিতায় একটি দুদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে আউটবোর্ড মোটর এবং ডিঙ্গি নৌকা পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় প্রথম সারির উদ্ধারকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, বিশেষত জলভিত্তিক উদ্ধারকাজে। প্রশিক্ষণে অংশ নেন ট্রেনারস অফ ট্রেনারস, 'আপদা মিত্র' স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্য এবং পুলিশকর্মীরা যারা বিপর্যয়ের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রথম দিন প্রশিক্ষণে ওবিএম ও ডিঙ্গি চালানোর কৌশল, নিরাপত্তা বিধি, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাথমিক বন্যা উদ্ধার কৌশল শেখানো হয়। দ্বিতীয় দিনে চোকহাম এলাকার অলুবাড়ি ঘাটে একটি বাস্তব প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা নৌকা চালানো, জলে নামানো এবং বন্যার অনুকরণে উদ্ধারাভিযান চালানোর অনুশীলন করেন।

ডিডিএমএ-র এক আধিকারিক জানান, এটি জেলার দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ধরনের উদ্যোগে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের প্রস্তুতি আরও বাড়বে এবং জরুরি অবস্থায় দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।

এটি বৃহত্তর একটি কৌশলের অংশ, যার মাধ্যমে বর্ষার সময় ঝুঁকি কমিয়ে মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চায় জেলা প্রশাসন।

ক্রীড়াঙ্গন

গিনেস বুকে চারবার নাম, এক বিরল সম্মান অর্জন ডা. সাগি সত্যনারায়ণার

হায়দ্রাবাদ : সেকেন্দ্রাবাদের মল্কাজগিরির আনন্দ নগরের বাসিন্দা ডা. সাগি সত্যনারায়ণা আজ শুধু একজন চিকিৎসক নন, এক বিস্ময় প্রতিভা। নিজের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ডা. সাগি সত্যনারায়ণা এক বছরে ৭২টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গত দশ বছরে তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ১৮০-র বেশি। ''যোগসাধনা'', ''ধ্যান'', ''আয়ুর্বেদ ও আধুনিক চিকিৎসা'', ''শ্রী সত্য সাই ভাগবত'', ''শিব রহস্য'' এমন বহু বিষয়ক বই সমাজ ও আধ্যাত্মিকতার দিশা দেখিয়েছে। এই কারণেই তাঁকে 'কালিযুগের বাল্মীকি' বলা হয়।

এই অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডসে চারবার তাঁর নাম উঠেছে। প্রথমবার ২০১৬ সালের ২৮ জানুয়ারি, দ্বিতীয়বার ওই বছরের আগস্টে, তৃতীয়বার ২০১৯ সালের ৩ অক্টোবর এবং চতুর্থবার ২০২২ সালের ২২ আগস্ট তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়।

এই প্রতিভার জন্য ২০২০ সালের ২৫ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ডা. সত্যনারায়ণাকে প্রদান করা হয় 'অস্কার ইন এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড'। তাঁকে ভারতের 'প্রতিভা রত্ন' হিসেবে ভূষিত করা হয়।

ডা. সত্যনারায়ণার অনন্য কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়। বিশ্বের নানা প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১১১টি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এর মধ্যে ১৫টি ডক্টর অফ সায়েন্স, ২৫টি ডক্টর অফ লিটারেচার এবং ৭১টি পিএইচডি ডিগ্রি উল্লেখযোগ্য। মাত্র ৪১ বছরেই এই অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি।

সম্প্রতি, ইন্দোরের ভুবনেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়, তিরুপতির শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং গুজরাটের ভেদিক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করেছে।

ভেদিক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উপাচার্য পদেও নিয়োগ দিয়েছে। পাশাপাশি, লন্ডন বুক অফ রেকর্ডস-এও তাঁর নাম নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে।

ডা. সাগি সত্যনারায়ণা যেন প্রতিভার জীবন্ত উদাহরণ। তাঁর স্বীকৃতি শুধু তাঁর নয়, গোটা দেশের জন্য গর্বের বিষয়।

অনুষ্কার সেঞ্চুরি, অঙ্কিতার ৫ উইকেট টানা জয়ে টিম ত্রিপুরা সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশাল জয় ত্রিপুরার মেয়েদের। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ১৮৯ রানের বড় ব্যবধানে। খেলা প্রথমবারের মতো আয়োজিত নর্থইস্ট রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। বৃহস্পতিবার মিজোরামের বিরুদ্ধে ৫১ রানের ব্যবধানে জয় দিয়ে শুরু। আজ, শুক্রবার দ্বিতীয় ম্যাচে মেঘালয় কে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা দল সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। যদিও গ্রুপ লীগ পর্যায়ে ত্রিপুরা দলের শেষ ম্যাচ রয়েছে সিকিমের বিরুদ্ধে ১৮ মে-তে। গ্রুপ বি থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে মিজোরাম এবং সিকিম এগিয়ে রয়েছে। নিশ্চিত হবে ১৮ মে-র ম্যাচের পর। শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টায় গুয়াহাটির ফালাঙে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মেঘালয় প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরার বালিকা ক্রিকেট দল নির্ধারিত ৩৫ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২৬২ রান সংগ্রহ করে। দুর্দান্ত শতরান পায় দলনেত্রী অনুষ্কা শীল। অনুষ্কা ৯২ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার রাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করে রান আউটের শিকার হয়। এছাড়া, এঞ্জেল পালের ৫৬ রান, অস্মিতা রায়ের ২২ রান এবং অভিজ্ঞা বর্ধনের অপরাজিত ২১ রান উল্লেখযোগ্য। এঞ্জেল ৬৪ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি মেরে ৫৬ রান পায়। মেঘালয়ের বোলার চারকিসা মমিন একমাত্র উইকেটটি পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মেঘালয় ২৪.২ ওভার খেলে ৭৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরা দলের বোলার অঙ্কিতা পাটারি ২৪ রানে পাঁচটি উইকেট (৬-১-২৪-৫) তুলে নিয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পায়। তাছাড়া, অনুভা পাল ও অস্মিতা রায় পেয়েছে একটি করে উইকেট। মেঘালয় দলের ক্যাপ্টেন নমিশা মারাক একমাত্র লড়াই করে সর্বাধিক ৪৬ রান সংগ্রহ করেছে। চারজন শূন্য রানে এবং চারজন এক রান করে আউট হলে মেঘালয়ের ব্যাটিং লাইনআপে তাদের আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়েছে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে অঙ্কিতা পাটারি পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব। গ্রুপ বি-এর অপর খেলায় মিজোরাম ৯৫ রানের ব্যবধানে সিকিমকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। মিজোরাম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৩৫ ওভারে আট উইকেটে ১৮১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে সিকিম ২৯ ওভার খেলে ৮৬ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। বিজয়ী দলের ডরোথী এনগুরনাময়ী ব্যাটিং পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

প্রথমে ভারতের গম্ভীর, পরে দক্ষিণ আফ্রিকার কনরাড, বিশ্ব ফুটবলের 'কোচই বস মন্ত্র চালু হয়ে যাচ্ছে ক্রিকেটের দুনিয়াতেও

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ফুটবলার প্যাট্রিস এভরা বৃহস্পতিবার হঠাৎ বলে বসেন, স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন যদি এখন কোচিং করাতেন তা হলে নির্ঘাত তাঁর জেল হত। কথাটা এত দিন পর হঠাৎ বলেছেন এভরা, কিন্তু তাঁর ধারণাটা হঠাৎ নয়। ফার্গুসনের কোচিংয়ে যাঁরা খেলেছেন, তাঁরা অনেকেই একই কথা বলবেন। একই কথা কি প্রযোজ্য গৌতম গম্ভীরের ক্ষেত্রেও? না, ভারতীয় দলের নতুন কোচের হয়তো জেল হবে না, কিন্তু ক্রিকেটারদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হতেই পারে। জলজ্যান্ত উদাহরণ রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির তড়িঘড়ি টেস্ট থেকে সরে যাওয়া। 'কোচই বস মন্ত্রের গুরুগম্ভীর আবহে ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা দুই ব্যাটার হালই ছেড়ে দিয়েছেন। ক্রিকেটবিশ্বে এই তালিকায় গম্ভীরের পর নতুন সংযোজন দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড। তাঁর 'কোচই বস মন্ত্রে নাভিশ্বাস উঠেছে শক্তিশালী আইপিএলেরও।ফার্গুসনের পাশাপাশি আর্সেন ওয়েঙ্গারকেও দেখেছে ফুটবলবিশ্ব। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, আর্সেনালের ফুটবলার-কর্তাদের সাহস হত না ম্যানেজারদের উপরে কথা বলার। দল এবং ফুটবলের ব্যাপারে তাঁরাই ছিলেন শেষ কথা। আধুনিক যুগের পেপ গুয়ারদিওলা, যুরগেন ক্লপদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কিন্তু এত দিন ক্রিকেটবিশ্বে তাঁদের মতো দাপট দেখাতে পারেননি কেউ। বদলে যাওয়া সময়ে আবির্ভাব গ্রেগ চ্যাপেল, অনিল কুম্বলেদের। এখন গম্ভীর, কনরাড। ক্রিকেটেও কোচেরা যে বসহয়ে উঠতে পারেন, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেই ধারণা। ক্রিকেটারদের সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছেন গম্ভীরেরা। কে কী বললেন, তা নিয়ে ভাবার সময় বা ইচ্ছা কোনওটাই নেই তাঁদের।গম্ভীর ক্রিকেটবিশ্বে পরিচিত নাম। প্রায় আড়াইশো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ হাজারের বেশি রান করেছেন। দু'টি বিশ্বজয়ী দলের সদস্য। অধিনায়ক হিসাবে আইপিএল জিতেছেন। মেন্টর হিসাবেও জিতেছেন। সেখানে কনরাড কে! গম্ভীরের মতো উজ্জ্বল অতীত নেই দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দলের কোচের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে নেই। কোচ হিসাবেও নেই। অথচ তিনিই সুর চড়িয়েছেন একেবারে আইপিএলের বিরুদ্ধে।আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন ভারতের দাপট। একটা সময় পর্যন্ত এই আধিপত্য ছিল ইংল্যান্ডের। পরে সেখানে ভাগ বসায় অস্ট্রেলিয়া। এখন এই দু'দেশকে সরিয়ে ভারতই ক্রিকেটের প্রথম বিশ্ব। সময় যত এগিয়েছে ভারতের দাপট তত বাড়ছে। ভারতে ক্রিকেটের সফল বিপণন বদলে দিয়েছে সমীকরণ। বিসিসিআই হয়ে উঠেছে ক্রিকেটের মহাশক্তি। কনরাড সেই বিসিসিআইকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন! অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ জিল্যান্ডের ক্রিকেট কর্তারাও বিসিসিআইকে খানিকটা সমঝে চলেন। সরাসরি বিরোধিতার পথে হাঁটেন না। অথচ কনরাড ঠিক উল্টো পথে হেঁটেছেন।বিসিসিআইয়ের আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম মাধ্যম আইপিএল। কোভিড, নির্বাচন কিছুই ঠেকাতে পারেনি এই কোটিপতি লিগকে।এ বার ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘর্ষও আইপিএল বন্ধ করতে পারেনি। নিরাপত্তার স্বার্থে এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল মাত্র। আবার ১৭ মে থেকে শুরু হবে খেলা। নতুন করে তৈরি হয়েছে সূচি। আইপিএল চলবে ৩ জুন পর্যন্ত। আগের সূচি অনুযায়ী ফাইনাল ছিল ২৫ মে। সংঘাতটা ঠিক এখানেই। নতুন 'গম্ভীর' হয়ে দেখা দিয়েছেন কনরাড। দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ বলে দিয়েছেন, তিনি তাঁর দলের ক্রিকেটারদের ২৫ মে-র পর আর আইপিএল খেলতে দেবেন না। কারণ, ১১ জুন থেকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি তাঁর দল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবরে যদিও জানা যাচ্ছে, ভারতের কাছে নতিস্বীকার করে দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ড তাদের প্রস্তুতি শিবির পিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার 'গম্ভীর' কনরাড সাহস দেখিয়েছেন আইপিএলের বিরুদ্ধে যাওয়ার।কনরাড বলেছেন, "আইপিএল এবং বিসিসিআইয়ের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, ২৫ মে ফাইনালের পর ২৬ মে ক্রিকেটারেরা ফিরে আসবে। আমাদের দিক থেকে কোনও কিছু পরিবর্তন করা হয়নি। এখনও পর্যন্ত সেটাই ঠিক আছে। আমি চাই আমাদের ক্রিকেটারেরা যেন ২৬ মে দেশে ফিরে আসে। ৩১ মে-র মধ্যে ইংল্যান্ডের মাটিতে সম্পূর্ণ টেস্ট দলকে দেখতে চাই।"আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুধু উগান্ডার কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা থাকা ৫৮ বছরের কনরাড ভারতীয় ক্রিকেটকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন! ভারতের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বিশ্বের তাবড় ক্রিকেট-কর্তারাও আমতা-আমতা করেন। কনরাড আসলে 'গম্ভীর' ধাতুতে গড়া। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে তিনিই এখন 'বস। ঠিক যেমন ভারতের গম্ভীর। বিসিসিআইয়ের কাছে গম্ভীর নাকি জাতীয় দলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছেন।

কোহলি কথা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে, ফাঁস শাস্ত্রীর

বিরাট কোহলি টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার আগে কথা বলেছিলেন রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে। প্রাক্তন ভারতীয় প্রধান কোচ ফাঁস করলেন। গোটা ক্রিকেটবিশ্ব আলোড়িত করে ১২ মে টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন বিরাট। জুনে ইংল্যান্ড সিরিজের ঠিক আগে এ ভাবে বিরাটের অবসর নেওয়ার ঘোষণায় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সকলেই।ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম সফল কোচ-অধিনায়কের জুটি শাস্ত্রী-কোহলির। সেই প্রাক্তন কোচ আইসিসিকে বলেন অবসর ঘোষণা করার আগে বিরাটের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল। ''সপ্তাহ খানেক আগে (অবসর নেওয়ার) বিরাটের সঙ্গে কথা হয়। ওর কোনও আক্ষেপ ছিল না। দু'একটা প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম বিরাটকে। ও আমাকে জানায় অবসর নেওয়া নিয়ে মনে কোনও দ্বিধা নেই। তাতে আমার মনে হয়েছিল, 'এটাই ঠিক সময়।' ওর মন শরীরকে জানিয়ে দিয়েছিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হয়ে গেছে।"ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে কোহলির সাফল্য সবচেয়ে বেশি। ৬৮ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে ৪০টি জেতেন। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেয়ে ১৩টি বেশি। খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর আগ্রাসন গোটা দুনিয়ায় পরিচিত। ''যদি বিরাট কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় তা হলে ১০০ শতাংশ উজাড় করে দেবে। যেটা সহজ কথা নয়। তা সে এক জন বোলার হিসেবে হোক বা ব্যাটসম্যান হিসেবে,'' বলেছেন শাস্ত্রী। যোগ করেছেন, ''এক জন ক্রিকেটার নিজের কাজ করেই ক্ষান্ত থাকে। কিন্তু মাঠে দল নামার পরে কোহলিকে দেখে মনে হয় যেন ওকেই সব উইকেট নিতে হবে, ওকেই সব ক্যাচ নিতে হবে, সব সিদ্ধান্তও নিতে হবে ওকেই। সবকিছুতে এতটা নিজেকে জড়িয়ে ফেলার একটা ধকলও আছে, যদি ও বিশ্রাম না নেয়। কোন ধরনের ক্রিকেট কতটা খেলবে সেটা ঠিক না করতে পারলে শরীরে তাঁর প্রভাব পড়বেই।''একই সঙ্গে শাস্ত্রী আরও মনে করেন কোহলি যে ভাবে সবসময় প্রচারের আলোয় থাকেন, মাঠে নামলেই তাঁর উপরে যে রকম প্রত্যাশার চাপ থাকে, তার ভূমিকাও কম নয় ধকল পড়ার ক্ষেত্রে। ''গোটা বিশ্বে ওর ভক্ত ছড়িয়ে আছে। গত এক দশকে ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও। তা সে অস্ট্রেলিয়া হোক, দক্ষিণ আফ্রিকা হোক, মানুষ কোহলিকে দেখার জন্য মাঠে আসেন,'' বলেন শাস্ত্রী।তবে শাস্ত্রী এটাও মেনে নিয়েছেন, সব কিছুর পরেও তিনি কোহলির সিদ্ধান্তে অবাক হয়ে গিয়েছেন। ''বিরাট আমায় অবাক করে দিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম এখনও ২-৩ বছর টেস্ট ক্রিকেট খেলে যেতে পারত ও। কিন্তু মানসিক ভাবে প্রভাব পড়ার জন্যই হয়তো ফিটনেসের দিক থেকে সক্ষম থাকার পরেও মন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা শরীরকে জানিয়ে দিয়েছিল।''

জে সি লীগে শ্রীদামের হাত ধরে লিডের পথে স্ফুলিঙ্গ

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ৩৬০ **স্ফুলিঙ্গ - ৩১১/৪**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিশ্চিত অমীমাংশিতভাবে শেষ হবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের ম্যাচটি। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে। তবে এখন দেখার কোনদল প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে মানসিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। আর স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে লিড নেওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দুরন্ত ফর্মে থাকা শ্রীদাম পাল। দ্বিতীয় দিনের শেষে আপাতত ১০২ রানে অপরাজিত রয়েছেন রাজ্যের এই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানটি। লিড নিতে শেষ দিনে স্ফুলিঙ্গের দরকার মাত্র ৪৯ রান। হাতে রয়েছে ছয়টি উইকেট। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের। এখন দেখার শনিবার সকালে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বোলাররা কতটা জ্বলে উঠতে পারেন। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত জে সি লিগ ট্রফি ক্রিকেটে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আসরে দ্বিতীয় দিনে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের গড়া ৩৬০ রানের জবাবে স্ফুলিঙ্গ চার উইকেট হারিয়ে ৩১১ রান করে। প্রথম দিনের ৬ কেটে ৩২৭ রান নিয়ে খেলতে নেমে এদিন আরও ৩৩ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ চারটি উইকেট হারায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। দলের পক্ষে অঙ্কিত প্রতাপ সিং ২৪৪ বল খেলে ১৮ টি বাউন্ডারি এবং একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬৮, সৌরভ দাস ৬৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৯ রান করেন। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে অজয় সরকার ৮২ রানের চারটি, তুষার সাহা ৯৭ রানে তিনটি এবং শুভম ঘোষ ৪৫ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৬৪ ওভার ব্যাট করে চার উইকেট হারিয়ে ৩১১ রান করে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। শেষ কয়েকটি ম্যাচের মতো এদিনও ব্যাট হাতে জ্বলে উঠেন ত্রিপুরা রঞ্জি দলের ওই উদীয়মান ব্যাটসম্যান শ্রীদাম। দিনের শেষে চোখ ঝলসানো ব্যাটিং করে ১০২ রানে অপরাজিত থেকে যান। ওই রান করতে ৮৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি মারেন শ্রীদাম। শ্রীদামের সঙ্গে শুভম ঘোষ ৩৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৫ রানে অপরাজিত রয়েছেন। এছাড়া দলের পক্ষে পল্লব দাস ৯৬ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৭, ঋতুরাজ ঘোষ রায় ১১৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬, বিক্রম কুমার দাস ৩২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং নিরুপম সেন কুড়ি বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে সৌরভ সরকার ৬১ রানের দুটি উইকেট দখল করেন।

শতদলকে থামিয়ে লিড জেসিসি-র আজ লক্ষ্য সরাসরি জয়ের

জে সি সি - ১৮৮ ১৬৯/৪ **শতদল সংঘ -১৭৭**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লিড নিলো প্রথম ইনিংসে। এখন লক্ষ্য সরাসরি জয়ের। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শনিবার শেষ দিনে মাঠে নামবে জে সি সি। আপাতত ১৮০ রানে এগিয়ে রয়েছে জে সি সি। শেষ দিনে আরও ১০০ রানের যোগ করে নিতে পারলেই সরাসরি জয়ের জন্য ঝাপাবেন জয়দীপ বণিক-রা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেট আসরে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জে সি সি-র গড়া ১৮৮ রানের জবাবে শতদল সঙ্ঘ প্রথম ইনিংসে ১৭৭ রান করেছিলো। ১১ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে জে সি সি ৪ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করে। প্রথম দিনের ৪ উইকেটে ৬৪ রান নিয়ে খেলতে নেমে এদিন আরও ১১৩ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ ছয়টি উইকেট হারায় শতদল সংঘ।

দলের পক্ষে পার্থ চন্দন ৮৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, ভিকি সাহা ৩৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, তেজস্বী জশোয়াল ৪২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং দ্বীপজয় দেব ৪৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৭ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে অর্কজিৎ রায় ২২ রানে এবং অর্জুন দেবনাথ ৩৯ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করেন। ১১ রানে এগিয়ে থেকে জি সি সি দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫৫ ওভার ব্যাট করে চার উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করে। দলের পক্ষে তন্ময় দাস ১৬৫ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪, আনন্দ ভৌমিক ৯১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৫০ এবং জয়দীপ বনিক ৫২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রান করেন। শতদল সংঘের পক্ষে চিরঞ্জিৎ পাল ২৯ রানের দুটি উইকেট দখল করে।

আর্শাদের সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক ছিল ভারত-পাক সংঘাতের পর সেটাও আর থাকবে না, বলে দিলেন নীরজ

নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নীরজ চোপড়া। তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সেই নীরজ চোপড়া এ বার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি কোনও দিনই আর্শাদের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' ছিলেন না। যেটুকু সম্পর্ক ছিল, ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের পর সেটাও আর থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন নীরজ।টোকিয়ো অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করছেন দোহা ডায়মন্ড লিগে। তার আগে এক সাংবাদিক বৈঠকে নাদিমকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। নীরজ বলেন, ''সবার আগে একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিতে চাই, আমার সঙ্গে কখনওই আর্শাদ নাদিমের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না।''নীরজ বলেছেন, ''হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই খেলোয়াড়। সেই হিসাবে আমরা মাঝেসাঝে কথা বলি ঠিকই। অ্যাথলেটিক্স জগৎ এবং তার বাইরেও বিশ্বের অনেকের সঙ্গেই আমার ভাল বন্ধুত্ব রয়েছে। তা ছাড়া, কেউ আমার সঙ্গে সম্মান দিয়ে কথা বললে আমিও তার সঙ্গে সম্মানের সঙ্গেই কথা বলি।''যেটুকু সম্পর্ক ছিল, সেটাও আর আর্শাদের সঙ্গে থাকবে এমন নিশ্চয়তা দিতে পারেননি নীরজ। বলেছেন, ''জ্যাভলিন ছোড়ে, এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রত্যেকেই দেশের জন্য লড়াই করে এবং নিজেদের সেরাটা দিতে চায়। আগামী দিনেও সেটাই হবে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে আমাদের (নীরজ এবং আর্শাদ) সম্পর্কটা আগের মতো থাকবে না।''উল্লেখ্য, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর পড়শি দেশের বেশির ভাগ ক্রীড়াবিদের মতো আর্শাদও চুপ ছিলেন। ভারতের প্রত্যাঘাতের পর সংঘাত শুরু হলে এক বারই নিজের দেশের পতাকা বওয়ার ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'।নীরজের সঙ্গে এর মধ্যে আর্শাদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দোহা থেকে পোল্যান্ডে একটি প্রতিযোগিতায় খেলতে যাবেন নীরজ। আর্শাদ খেলবেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে।উল্লেখ্য, নিজের আয়োজিত প্রতিযোগিতা 'এনসি ক্লাসিকে' নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নীরজ। তার পরেই ঘটে পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা। সেই ঘটনার পর নাদিমকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে দেশবাসীর নিন্দা এবং আক্রমণের মুখে পড়তে হয় নীরজকে।এর প্রতিবাদে মুখ খুলেছিলেন নীরজ। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছিলেন, ''নাদিমকে এনসি ক্লাসিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে।

চারিদিকে শুধু ঘৃণা আর কটূক্তি। আমার পরিবারকেও ছাড়া হচ্ছে না।

একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে আর্শাদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমার লক্ষ্য ছিল এনসি ক্লাসিকের মাধ্যমে বিশ্বের সেরাদের ভারতে আনা। সব ক্রীড়াবিদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল। পহেলগাঁও কাণ্ডের আগেই আমন্ত্রণ চলে গিয়েছিল।

পরের ৪৮ ঘণ্টায় যা ঘটেছে, তার পর আর্শাদের এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।''

আইপিএল ফাইনাল নিয়ে বোর্ডকে চিঠি সিএবির

ইডেনে আইপিএল ফাইনাল কি আদৌ হচ্ছে? এ বিষয়ে জানতে চেয়ে ভারতীয় বোর্ডকে চিঠি দিল সিএবি।ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আইপিএল যে সূচি দিয়েছিল, তাতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল ছিল ইডেনে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের তারিখ ছিল ২৩ মে। ফাইনাল ২৫ মে। কিন্তু যুদ্ধাবহে আইপিএল কয়েক দিন বন্ধ থাকার পরে ১৭ মে থেকে ফের শুরু হচ্ছে বাকি ম্যাচগুলো। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল পড়েছে ১ ও ৩ জুন। চলতি সপ্তাহেই একটি বিবৃতিতে বোর্ড জানিয়েছে বাকি ১৭টি ম্যাচ ছ'টি কেন্দ্রে খেলা হবে। যার মধ্যে নেই ইডেনের নাম। সেই বিবৃতিতে জানানো হয়, প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র পরে ঘোষণা করা হবে।বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আইপিএল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল নাকি আমদাবাদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ, সে দিন কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যে অ্যাপে আবহাওয়ার আপডেট দেখা যায়, সেখানেও দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৬৫ শতাংশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবুও সিএবি আত্মবিশ্বাসী, বৃষ্টি হলেও ম্যাচ আয়োজন করতে সমস্যা হবে না। কারণ, ইডেনের মাঠ সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বৃষ্টি থামলে ২০ মিনিটের মধ্যে ম্যাচ শুরু করে দেওয়ার উদাহরণ বহু আছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আনন্দময়ী আশ্রমে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৬ মে: আনন্দময়ী মায়ের ১৩০ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি মেনে আগরতলার আনন্দময়ী আশ্রমে সম্পন্ন হয়েছে কুমারী পূজা।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, একদা বানাসুর নামে এক দুর্ধর্ষ অসুর স্বর্গ, মর্ত, পাতাল দখল করে নিয়েছিল। সেই সময়ে বিপন্ন দেবগণ মহাকালীর স্মরনাপন্ন হয়েছিলেন। দেবগণকে রক্ষা করতে দেবী দুর্গা কুমারীরূপে পুনর্জন্ম নেন। জানা যায়, দেবী ওই কুমারী রূপেই বানাসুরকে বধ করেছিলেন। সেই থেকেই মর্ত্যে এই পুজোর প্রচলন হয়। প্রথাগত ভাবে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন শিশুকন্যা বা কুমারী কন্যাকে স্নান করিয়ে মাতৃ মূর্তির মতো করে সাজানো হয়। তারপর দেবী মূর্তির সামনে বসিয়ে সেই কুমারী কন্যার আরাধনা করা হয়। পুজোয় দেবী দুর্গাকে যে ভোগ দেওয়া হয়, সেই ভোগই অর্পণ করা হয় সেই কুমারী কন্যার উদ্দেশ্যেও। এরপর তার পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করা হয়।

এই পুজোতে জাতি, ধর্ম, বর্ণের কোনও ভেদাভেদ নেই। যে কোনও কুমারীই দেবীজ্ঞানে পূজিতা হয়ে থাকে। দুর্গা তথা কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী- এই ত্রিদেবীকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে এই পুজো করা হয়। এছাড়াও বলা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে তিনটি শক্তি বিরাজ করছে ওই তিনটি শক্তিই বীজাকারে কুমারীতে নিহিত। তাই কুমারীকে দেবী রূপে পুজো করা হয়। প্রাচীন কালে মুনি ঋষিরা বিশ্বাস করতেন, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অযুত প্রভাব রয়েছে। কারণ মানুষ চৈতন্যযুক্ত। আর যাঁদের মন সৎ ও কলুষতামুক্ত, খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁদের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি। শিশু কুমারীদের মধ্যে এই গুণগুলি থাকে বলেই তাদের বেছে নেওয়া হয় এই পুজোর দেবী হিসেবে। এই পুজো কল্যাণ, সুখ সমৃদ্ধি বয়ে আনে।আজ আনন্দময়ী মায়ের ১৩০ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আনন্দময়ী আশ্রমে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী পূজাকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্ত প্রাণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। পুরোহিত জানিয়েছেন, প্রতি বছরই এবছর আর্বিভাব দিবসে আনন্দময়ী আশ্রমে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর জয়স্মিতা চক্রবর্তী নামে ৫ বছর বয়সি বালিকাকে কুমারী মা হিসেবে পুজো করা হয়। হাঁপানিয়া এলাকার বাসিন্দা জয়দীপ চক্রবর্তী এবং সুস্মিতা চক্রবর্তীর মেয়ে বেদান্তিক চক্রবর্তী মায়ের আসনে অধিষ্ঠিত করে শ্রদ্ধা ভরে পূজা করা হয়।

নেশাবাণিজ্য রুখতে আমতলী থানার বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: নেশা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এবার কঠোর ভূমিকায় আমতলী থানা। অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিন ধরেই নেশা কারবারিরা আমতলী থেকে খয়েরপুর পর্য্যন্ত বাইপাস সড়কটি মুক্তাঞ্চল হিসাবে বেছে নিয়েছিল। যার ফলে নেশা কারবারিরা পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে নেশা সামগ্রী পাচার করতো।

আমতলী থানার পুলিশ এর আগেও বাইপাস সড়কে নেশাপাচার বন্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারপরেও পুরোপুরিভাবে নেশাপাচার বন্ধ করা যায়নি। যার ফলে এবার নেশা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আমতলী থানার পুলিশ কঠোরভাবে মাঠে নেমেছে। শুক্রবার দুপুর থেকে আমতলী থানা সংলগ্ন বাইপাস সড়কে নাকা চেকিং এ পুলিশের ডগস্কোয়াডের প্রশিক্ষিত সারমেয় দিয়ে বাইপাস সড়ক দিয়ে যাতায়াত করা সবগুলি গাড়িতে অভিযান চালানো হয়। ডগস্কয়াডের প্রশিক্ষিত সারমেয়দের এমনভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে যা তল্লাশি অভিযানের সময় গাড়িতে কোন ধরনের মাদকদ্রব্য থাকলে তা খুঁজে বের করবে।

এদিনের এই তল্লাশি অভিযানে ছিলেন আমতলী থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা এবং অন্যান্য পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা। সাংবাদিকদের সামনে আমতলী থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার জানিয়েছেন, এই অভিযানটি মূলত বাইপাস সড়ক দিয়ে নেশার রমরমা পাচার বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য।

তিনি আরো জানিয়েছেন, এখন থেকে আমতলী থানার পুলিশ নেশার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে এই ধরনের তল্লাশি অভিযান জারি রাখবে। এই অভিযানে কোনো ধরনের নেশাসামগ্রী সহ নেশাপাচারকারীরা পুলিশের হাতে ধরা পড়লেই নেওয়া হবে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা। শুক্রবার দুপুর থেকে আমতলী থানার পুলিশের এই বিশেষ অভিযান দেখে অনেক সচেতন সম্পন্ন ব্যক্তিদের বলতে শোনা গেছে এইভাবে চুরাইবাড়ি থেকে শুরু করে সাবরুম পর্য্যন্ত যতগুলি থানা রয়েছে সবগুলি থানার পুলিশ যদি প্রতিনিয়তই এই ধরনের কঠোর তল্লাশী অভিযান জারি রাখে তাহলে অন্তত কিছুটা হলেও নেশা সামগ্রীর রমরমা পাচার বাণিজ্য রুখা যাবে।

অবিলম্বে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল সহ সাত দফা দাবিতে ডেপুটেশন এআইডিএসও-র

আগরতলা, ১৬ মে : অবিলম্বে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল সহ সাত দফা দাবিতে শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে এআইডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক ব্যক্তি বলেন, ১ এপ্রিল থেকে এবছরের নতুন শিক্ষাবর্ষ চালুর ২ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও রাজ্যের বহু স্কুলে সব বিষয়ে পাঠ্যবই পৌঁছায়নি। কোথাও নামমাত্র ১/২টি বই, কোথাও আবার শুধুমাত্র ওয়ার্ক বুক দেওয়া হয়েছে। অথচ আগামীকাল অর্থাৎ ১৭ মে থেকে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতা নিঃসন্দেহে পড়াশোনার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করবে। শিক্ষা দপ্তরের এহেন ঢিলেঢালা মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এআইডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

এমনকি, যেখানে শিক্ষা দপ্তরের উচিত ছিল দ্রুততার সহিত ছাত্রছাত্রীদের নিকট সমস্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা, সেখানে এই ধরনের কার্যকলাপ কার্যত শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা-পরিচয় বহন করে। তাছাড়া, রাজ্য সরকার টিবিএস পরিচালিত ১২৫টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় এনে সিবিএসই-র হাতে তুলে দেয়। ফলে অনেক সাধারণ ঘরে ছাত্র ছাত্রী বিদ্যাজোতি স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। স্কুল পরিবর্তন করে টিবিএসই পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হতে হলে ছাত্রছাত্রীদের এক হাজার টাকা দিয়ে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের উপর চরম আর্থিন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় প্রতিবছর শিক্ষার সকল স্তরে ফি বৃদ্ধি ঘটছে।

দাবিগুলি হল, গ্রীষ্মকালীন ছুটির মধ্যেই বিশেষ পরিকল্পনা করে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা, অবিলম্বে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করতে হবে, প্রতিটি স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, স্কুলগুলির হোস্টেল পরিষেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা, স্কুল স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়াকে কোন মতেই জটিল করা চলবে না, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নামে ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা নেওয়া চলবে না এবং শিক্ষার সকল স্তরে ফি মকুব করা হোক।

শচীন্দ্রনগরে বিনোদনমূলক পার্কটি গড়ে উঠলে ঐ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে ঃ পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: রাজ্যে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। জিরানীয়ায় শচীন্দ্রনগর এলাকায় একটি আধুনিক ও বিনোদনমূলক পার্ক নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পার্কটি কলকাতার নিকো পার্কের আদলে গড়ে তোলা হবে। জিরানীয়া মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে আজ প্রস্তাবিত পার্কটি গড়ে তোলার বিষয়ে আয়োজিত এক সভায় পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

বৈঠকে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, শচীন্দ্রনগর এলাকায় বিনোদনমূলক পার্কটি গড়ে উঠলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। উদার মনোভাব নিয়ে প্রস্তাবিত পার্কের জন্য জমি ব্যবহারের সুযোগ দিতে জমির মালিকদের প্রতি পর্যটনমন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় এই পার্কটি গড়ে তোলা হবে।

এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য শিবায়ণ দাস, পর্যটন দপ্তরের এমডি প্রশান্ত বাদল নেগি, যুগ্ম অধিকর্তা অনিরুদ্ধ রায়, মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর, বিশিষ্ট সমাজসেবী রঞ্জিত রায় চৌধুরী, পার্থ সারথী সাহা, শ্যামল দেবনাথ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং এই পার্ক গড়ে তোলার জন্য এলাকার জমিদাতাগণ।

কৈলাশহরের শ্রীরামপুর সূর্য্যমনি মেমোরিয়াল হাই স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ১৬ মে: আজ কৈলাশহরের শ্রীরামপুর সূর্য্যমনি মেমোরিয়াল হাই স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিককে এই বছরের পাশ করা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা করা হয়। উনকোটি জেলাতে মোট ১১ টি সি.বি.এস.ই পরিচালিত স্কুল রয়েছে।

জেলার একমাত্র এই স্কুলটি ২০২৫ সালের সেকেন্ডারি ও সিনিয়র সেকেন্ডারি পরীক্ষায় একশো শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছে।

এবারের পরীক্ষায় এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক এ ৩৯ জন ও উচ্চমাধ্যমিকে ৪৮ জন পরীক্ষা দিয়েছে ও পাশও করেছে। মন্ত্রীর পক্ষে সমস্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের এবং স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সম্মাননা করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শ্রী টিংকু রায়, জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্রী প্রশান্ত কিলিকদার, জেলাশাসক ও সমাহরতা শ্রী দিলীপ কুমার চাকমা, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য শ্রী বিমল কর, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শ্রীমতি সম্পা দাশ পাল সহ আরো অনেকেই। প্রথমেই অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তোরা দিয়ে বরণ করা হয় , এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা।

দক্ষিণে তিরঙ্গা যাত্রায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সহ রাজ্য নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৬ মে : অপারেশন সিঁদুর এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে অভিনন্দন ও সম্মান প্রদর্শন করে আজ দক্ষিণ জেলার জেলা সদর বিলোনিয়াতে বিজেপি দক্ষিণ জেলা কমিটির উদ্যোগে। তিরঙ্গা যাত্রা রেলি বের করা হয়েছে। এদিনের রেলিতে হিন্দু, মুসলিম সহ জাতি, জনজাতি অংশের মানুষেরা অংশগ্রহন করেন।

এদিনের রেলিতে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সম্প্রচার ও সংসদীয় বিষয়ক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান থেকে শুরু করে রাজ্যের সংখ্যালঘু ও সমবায় মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া, জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ জেলা বিজেপি কমিটির সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক তাপস দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এছাড়া জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের বিধায়কগন, সাতটি মন্ডলের সভাপতি সহ বিভিন্ন মোর্চার নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারাও এই ত্রিরঙ্গা যাত্রাতে অংশগ্রহণ করেন। পহেলগাওয়ে হামলার প্রত্যাঘাতে ভারতীয় সেনা বীর যোদ্ধাদের ভুমিকায় কৃতজ্ঞতা সহ অভিনন্দন জানিয়ে এই তিরঙ্গা যাত্রা রেলি সংগঠিত করে বিজেপি দক্ষিণ জেলা। এদিন জেলা সদর বিলোনিয়া কালিনগর নতুন মোটর স্ট্যান্ড শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। দেশাত্মবোধক গান ও হাতে জাতীয় পতাকা তুলে নিয়ে মিছিলে অংশ নেন। এদিন দেশব্যাপী এই তিরঙ্গা যাত্রা রেলি এবং অপারেশন সিন্দুর নিয়ে প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড: লোগানাথন মুরুগান।

শ্যামলী বাজার ডিডব্লিউএস অফিসে ডেপুটেশন দিল স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: শ্যামলী বাজার ডিডব্লিউএস অফিসে ডেপুটেশন দিল বড়জলা এলাকার জনগণ। আজ শ্যামলী বাজারে ডিডব্লিউএস অফিসে আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলাকার পানীয় জল উত্তোলনের পাম্প মেশিনটি সরিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যালামনি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ মে: তেলিয়ামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যালামনি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির এবং আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয় এক অনুষ্ঠানর মধ্য দিয়ে।

তেলিয়ামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকাল ৯ ঘটিকায় বিদ্যালয় এর প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা সহ বিভিন্ন চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। এই শিবিরে মূলত চক্ষু বিশেষজ্ঞ, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং দন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা পরিসেবা প্রদান করেছেন। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, আজকের এই স্বাস্থ্য শিবিরে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী যারা বর্তমানে চিকিৎসক উনারাই শিবিরে চিকিৎসক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরের পরবর্তীতে দুপুর নাগাদ শুরু হয় এদিনের দ্বিতীয় কর্মসূচি অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিলি অনুষ্ঠান। এই পাঠ্যপুস্তক বিলি পর্বে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠরত আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে তাদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। এদিনের এই দুটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সজল ঘোষ, সম্পাদক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হরেন্দ্র দেব, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক স্বপন সরকার এবং প্রাক্তন আইপিএস অফিসার স্মৃতি রঞ্জন দাস প্রমুখ।

দেশে প্রথমবার মাসিক ভিত্তিতে মাপা হলো বেকারত্বের হার, চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের ছাপিয়ে এগিয়ে মহিলারা

নতুন দিল্লি, ১৬ মে :ভারতে প্রথমবারের মতো মাসিক ভিত্তিতে বেকারত্বের হার পরিমাপ করা হয়েছে এবং এপ্রিল, ২০২৫-এ এই হার দাঁড়িয়েছে ৫.১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় দেশের শ্রমবাজারের বাস্তব সময়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে এই প্রথম মাসিক পর্যায়ক্রমিক শ্রম শক্তি সমীক্ষা চালু করেছে। এতদিন পর্যন্ত এই সমীক্ষা ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হতো। এপ্রিল মাসে সংগ্রহ করা সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা গেছে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা এগিয়ে রয়েছেন। পুরুষদের বেকারত্বের হার ছিল ৫.২, যেখানে মহিলাদের বেকারত্বের হার ছিল ৫.০।

এই তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে মহিলারা এখন চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন।

তাছাড়া, ১৫-২৯ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ১৩.৮, শহরাঞ্চলে এই হার আরও বেশি, ১৭.২, আর গ্রামাঞ্চলে ছিল ১২.৩। এই তথ্য সিডাব্লিউএস ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেখানে সমীক্ষার তারিখের আগের সাত দিনের মধ্যে একজন ব্যক্তি কর্মরত ছিলেন কি না, তা বিবেচনা করা হয়।

স্কুল থেকে ঢিল ছুড়া দুরত্বে মদের কাউন্টার তুলে নিতে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রীদের

আগরতলা, ১৬ মে: জোলাইবাড়ী স্কুল থেকে ঢিল ছুড়া দুরত্বে মদের কাউন্টার তুলে নিতে সংবাদমাধ্যমের দারস্ত হলেন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা।

প্রসঙ্গত, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রানকেন্দ্রে বর্তমান সময়ে তিনটি বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলি বেশ সুনামের সহিত ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানকরছে। এইসকল বিদ্যালয় থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল সহ সকল পদে ছাত্র ছাত্রীরা নিযুক্ত রয়েছে। বর্তমান সময়ে বিদ্যালয় থেকে ঢিলছোঁড়া দুরত্বে মদের কাউন্টার গরে উঠাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনে ব্যাঘাত ঘটছে বলে অভিযোগ। প্রতিনিয়ত নেশাখোররা নেশায় আশক্তহয়ে কটুক্তি করছেবলে অভিযোগ। এছাড়া, নেশাখোররা পরিত্যাক্ত মদের বোতলগুলি বিদ্যালয়ে ছুরে মারে বলে অভিযোগ। এইবিষয়ে বিগতদিনে প্রসাশনিক আধিকারিকদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে এই মদের কাউন্টার সরিয়ে নেওয়ার দাবীতে এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্যজিৎ বিশ্বাস সহ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংবাদমাধ্যমের দারস্ত হন। সকলের দাবী মদের কাউন্টার এই জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়াহোক। রাজ্য সরকারকে কর প্রদান করে কাউন্টার দেওয়া হয়েছে তাই কাউন্টার বন্ধ করার জন্য বলা হচ্ছে না। সকলে চাইছে কাউন্টারটি এই জায়গা থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হোক। না হলে সকলে মিলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানায়। এখন দেখার বিষয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুবিধার্থে প্রশাসন কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

নামসাইয়ে বন্যা মোকাবিলায় ওবিএম ও ডিঙ্গি প্রশিক্ষণ, প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে অরুণাচল

ইটানগর, ১৬ মে : আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে অরুণাচল প্রদেশের নামসাই জেলায় বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতি জোরদার করছে জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। ১৪ ও ১৫ মে, ১৮৬ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. এল মুরুগন

আগরতলা, ১৬ মে : আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীন পশ্চিম জোলাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুধীর সরকার পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য, সম্প্রচার ও সাংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. এল মুরুগন।

এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আয়োজিত গোদভরাই অনুষ্ঠানে (স্বাদ ভক্ষণ) তিনি সন্তান সম্ভবা মা পাপিয়া দাসের হাতে ফল, মিষ্টি এবং বস্ত্র তুলে দেন। পরিদর্শনকালে তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র প্রাঙ্গণে তিনি একটি লিচু গাছের চারা রোপন করেন। সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বাঁশের তৈরি ময়ূর কেন্দ্রীয় তথ্য, সম্প্রচার ও সাংসদীয় বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এল মুরুগনের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকালে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলায়ু মগ, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত প্রমুখ।

আমবাসা রাইপাশা এলাকায় মাল্টি ইউলিটি বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন করলেন বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে:শুক্রবার আমবাসা রাইপাশা এলাকায় রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা মাল্টি ইউলিটি বিল্ডিং এর শুভ উদ্বোধন করেন। শুক্রবার আমবাসা রাইপাশা এলাকায় বনদপ্তর এর উদ্যোগে গড়ে উঠা মাল্টি ইউলিটি বিল্ডিং এর শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা দিয়ে নির্মিত হয় এই বিল্ডিংটি।

মূলত এই বিল্ডিংটি তৈরি করা হয় পরিবেশ রক্ষার জন্য যারা কাজ করছেন অর্থাৎ বনদপ্তরের অধীনে পরিবেশ রক্ষায় যে কমিটি রয়েছে তাদের বিভিন্ন আলোচনার একটি স্থান হিসেবে এই বিল্ডিংটি নির্মাণ করা হয়। এখানেই উনারা বিভিন্ন মিটিং করবেন এবং পরিবেশ রক্ষায় কি কি করতে হবে এইসব নিয়ে এখানে বসে আলোচনা করবেন। ফিতা কেটে এবং ফলক উন্মোচন করে বিল্ডিং এর শুভ উদ্বোধন করেন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ধলাই জুনালের চেয়ারম্যান প্রেমলাল মলসম, ধলাই বন আধিকারিক অমিত দেববর্মা সহ অন্যান্য।

রক্তদানের কোনো বিকল্প নেই: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ মে: রক্তদানের মাধ্যমেই মানুষের অমূল্য জীবনকে রক্ষা করা যায়। তাই রক্তদানের কোনো বিকল্প নেই। আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত জেলাভিত্তিক রক্ত দান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়।

তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ একটা বড় সামাজিক সমস্যা। যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বধূরা গর্ভবতী হয়ে পড়ে তখন প্রসবের সময় তাদের অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন পড়ে। এর ফলে রক্তের চাহিদাও বেড়ে যায়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সমাজের সকল স্তরের মানুষকে বাল্য বিবাহ রোধ বিষয়ে সচেতন হতে আহ্বান জানান। শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শক বিদ্যাসাগর দেববর্মা। শিবিরে ২৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্ত দানের পর রক্তদাতাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। রক্তদান শিবিরে বেটি বাঁচাও ও বেটি পড়াও অভিযানের তথ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে ৯১৮টি সফল রুট ক্যানাল চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড এন্ডোডন্টিক্স বিভাগ ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরার জনগণের সেবায় নিয়োজিত। তখন থেকে এটি এন্ডোডন্টিক চিকিৎসার উৎকর্ষতার কেন্দ্র। কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ফিলিং, রুট ক্যানাল চিকিৎসার মতো অনেক অত্যাবশ্যক পদ্ধতি নিয়মিতভাবে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হয়।২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯১৮টি সফল রুট ক্যানাল চিকিৎসা এই হাসপাতালে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কর্তৃপক্ষের মতে, বিভাগে ভাইটাল পাল্প থেরাপির মতো নতুন গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি শুরু হয়েছে এবং আশাপ্রদ ফলাফল দেখা যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল গবেষণায়ও নিয়োজিত রয়েছেন। এই বিভাগটি বিশ্বমানের সরঞ্জাম স্থাপনের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনগণকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসার অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas